পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।'

—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৯শ বর্ষ : ১১ ও ১২ম সংখ্যা

১৪ই কার্তিক ১৩৮২ বাংলা : ৩১শে অক্টোবর ১৯৭৫ ইং : ২৪শে শাওয়াল : ১৩৯৫ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

২৯শ বর্ষ
১১ ও ১২ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
o আল-কুরআন সুরা ফাতেহার তফসীর	মূল : হযরত খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ	১
o হাদিস শরীফ : কুরআন করীম সম্বন্ধে	অনুবাদ : মৌ : মোহাম্মাদ আমীর আঃ আঃ	১০
o অমৃতবাণী : প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)- এর সত্যতার নিদর্শনাবলী	হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মোঃ ছালাহ উদ্দীন আহমদ	১২
o জুমার খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	১৬
o লণ্ডনের একাদশ সালানা জলসার হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ সালেসের উদ্বোধণী ভাষণ :	সংকলন : শাহ মুস্তাফিজুর রহমান	২৩
o লণ্ডন জলসায় হুজুরের সমাপ্তি ভাষণ :		২৪
o লণ্ডনে হুজুরের ঈদ উদযাপন ও খোৎবা প্রদান :		
o হুজুরের রবওয়া (পাকিস্তান) প্রত্যাগমন এবং লণ্ডণ অবস্থান কালে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা :		
o সুইডেনের গোটবার্গে নুতন মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন :		২৭
o বাঃ খুদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার পঞ্চম কেন্দ্রীয় ইজতেমা সুসম্পন্ন :		২৯

আগামী ৫, ৬ ও ৭ই মার্চ ১৯৭৬ইং তারিখে বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় সালানা জলসা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হইবে। ইন্‌শা আল্লাহ।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্য্যায়ের ২৯শ বর্ষ : ১১ ও ১২ম সংখ্যা

১৪ কার্তিক, ১৩৮২ বাং : ৩১শে অক্টোবর, ১৯৭৫ ইং : ৩১শে ইখা ১৩৫৪ হিজরী শামসী

আল-কুরআন

তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফ্‌সীর

[হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ) প্রণীত 'তফসীরে কবীরের' অবলম্বনে লিখিত] —মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله

আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার পাক কালামে আদেশ দিয়াছেন যে কুরআন মজিদ পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্বে اعوذ আউয পড়িবে। اذ قرأت القران فاستعذ بالله যখন তুমি কুরআন পাঠ আরম্ভ কর, প্রথমেই আল্লাহ্‌তায়ালার আশ্রয় মাগিয়া লও অর্থাৎ সর্ব প্রকার অমঙ্গলের মোকাবেলা করিবার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য এবং আশ্রয় যাচনা কর। আশ্রয় দুই প্রকারের হইয়া থাকে। এক প্রকার আশ্রয় হইল, কোন অমঙ্গল যেন আমাদিগকে স্পর্শ না করে এবং আর এক প্রকার আশ্রয় হইল, কোন মঙ্গল যেন আমাদের হস্তচ্যুত না হয়। আয়াতের নির্দেশের মধ্যে উভয় প্রকার আশ্রয় অন্তর্ভুক্ত। আশ্রয় যাচনা করার উদ্দেশ্য এই যে তোমাদের অন্তরের কোন ব্যধির জন্য, কুসংসর্গের জন্য অথবা কোন পাপের শাস্তির জন্য পবিত্র কুরআনে যে উচ্চ হইতে উচ্চতর ধরণের শিক্ষা-সমূহ বর্ণিত হইয়াছে, উহা যেন তোমরা হারাইয়া না বস। পক্ষান্তরে এমনও যেন না হয় যে এই শিক্ষা তোমরা সঠিকভাবে বুঝিতে অক্ষম হও এবং তোমাদের জন্য কোন অকল্যাণের সৃষ্টি হইয়া যায়। এই আশ্রয় ভিক্ষাকে কার্য-করী আকার দেওয়ার জন্য যে দোওয়া শিখান

হইয়াছে, তাহা হইল, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم আমরা বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় যাচনা করি।

কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে, এই আদেশ দ্বারা শেষে আউয পড়ার নির্দেশ বুঝায়, আরম্ভে নহে।

তদনুযায়ী পবিত্র কুরআনের শেষে দুই আউযের সুরাদ্বয় রহিয়াছে, যথা সুরা ফালাক্ ও সুরা নাস। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, পাঠশেষেও যদি কেহ আউয পড়ে, তবে উহা আরও ভাল। কিন্তু যেহেতু হযরত রসুল করীম (সা)-এর সুন্নত হইতে প্রারম্ভেই আউয পড়ার নিয়ম সাব্যস্ত হয়, সেই জন্য আলোচ্য আদেশ দ্বারা কুরআন করীমের প্রারম্ভেই আউয পড়ার আদেশ বলিয়া মানিতে হইবে। দেখা যায় হাদিসে আছে: ان النبى صل الله عليه وسلم لما دخل فى الصلوة كبرتم قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم -

তকবীরের পরে এবং কুরআন তেলাওতের পূর্বে আঁ-হযরত (সাঃ) আউয পড়িতেন। আবু দাউদ এবং আবু সঈদ (রাঃ আঃ) বলিয়াছেন যে, তসবীহ ও তমহীদের পর এবং তেলাওতের পূর্বে তিনি আউয পড়িতেন। আবু দাউদে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বর্ণনা আছে যে, আয়াতে কুরআনী তেলাওতের পূর্বে তিনি আউয পড়িয়াছিলেন। (দুররে মনসুর)। কুরআনের আদেশ সম্বলিত আদেশও ইহার বিরোধী নহে। কারণ قراء—পড় শব্দের অর্থ আরম্ভ এবং শেষ করা উভয়কেই বুঝায়।

সুরা ফাতেহা

(মককী সুরা—বিসমিল্লাহ্ সহ ইহাতে সাত আয়াত আছে)।

এই সুরা কুরআন করীমের প্রথম অধ্যায়। ইহার আসল নাম ফাতেহাতুল কেতাব। সংক্ষেপে ইহাকে সুরা ফাতেহা বলা হয়। ইহার আরও পঁচিশটি নাম আছে। তমধ্যে ৯টি নাম কুরআন ও হাদিস সম্মত। যথাঃ—

(১) সুরাতুস-সালাত অর্থাৎ নামাযের সুরা। এই সুরা ছাড়া নামায হয় না। ফরয, ওয়াজেব, সুন্নত ও নফল সর্ব প্রকার নামাযে প্রত্যেক রেকাতে এই সুরা পড়িতে হয়। ফরয নামাযে মুক্তাদিকেও ইহা পড়িতে হয়। অবশ্য যে এখনও সুরা ফাতেহা আয়ত্ত করে নাই, সে তকবীর ও তসবীহ পড়িলে চলিবে। ইহাকে আল্লাহতায়ালা নিজের এবং বান্দাগনের মধ্যে দুই ভাগে ভাগ করিয়া লইয়াছেন। প্রথম অর্ধাংশে আল্লাহতায়ালার পূর্ণ পরিচয়-জ্ঞাপক গুণাবলী বর্ণিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অর্ধে বান্দার পক্ষ হইতে সমান্তরাল দোওয়া শিখান হইয়াছে। এই সুরায় কামেল দোওয়া শিখান হইয়াছে। এত অল্প কথায় এরূপ ব্যাপক দোওয়া আর কোন ভাষায় নাই।

(২) সুরাতুল হামদ অর্থাৎ প্রশংসার সুরা। এই সুরার মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার গুণাবলী ও বান্দার পক্ষ হইতে দোওয়ার ভাষা উভয়েই আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহাতে মানব জীবনের উদ্দেশ্য এবং বান্দার প্রতি আল্লাহতায়ালার ফযল ও রহমের মধুর সম্পর্ক বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) উম্মুল কুরআন। অর্থাৎ কুরআনের মাতা। বস্তুতঃ সুরা বকর হইতে সারা কুরআনে সুরা ফাতেহার বিস্তারিত মজমুন বিবৃত করা হইয়াছে। সুরা ফাতেহায় যে হেদায়েতের জন্য দোওয়া করা হইয়াছে, উহারই ফলে বাকি সারা কুরআনের নযুল। অন্য কথায় সুরা ফাতেহা কুরআনের জন্মদাত্রী।

(৪) আলকুরআনুল আযিম। অর্থাৎ মহান কুরআন। ইহার মধ্যে মহান বিষয়াবলী বর্ণিত হইয়াছে এবং যে ইহার উপর আমল করে, সে মহান মর্যাদা লাভ করে।

(৫) আস-সবয়ুল মাসানী অর্থাৎ বার বার পঠিত সাত আয়াত। নামাযের মধ্যে প্রত্যেক রেকাতে ইহা পাঠ করিতে হয়। ইহা ছাড়া বিপদে আপদে, সুখে শান্তিতে, বক্তৃতা, দোওয়া ইত্যাদির আরম্ভে এই সুরা পঠিত হয়। যদিও ইহাতে মাত্র সাতটি আয়াত আছে, তথাপি ইহার দ্বারা সকল জরুরত ও সমস্যার সমাধান হয়।

(৬) উম্মুল কেতাব অর্থাৎ কেতাবের মাতা। উপরে বর্ণিত তৃতীয় দফায় ইহার উল্লেখ হইয়াছে। পবিত্র কুরআন হইল আল-কেতাব। ইহা যেমন কুরআনের মাতা তেমনি ইহা অপর সকল ধর্ম-গ্রন্থেরও মাতা। অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে ইহার অনুরূপ সুরা নাযেল হয় নাই। অপরাপর সকল গ্রন্থে খোদাতায়ালার যে স্থায়ী শিক্ষাসমূহ আছে, উহা ইহার মধ্যে যৌক্তিকতা ও কার্যকারীতা সহ সন্নিবেশিত আছে এবং ঐ সকল গ্রন্থে যে অভাব আছে, উহা ইহাতে পূর্ণ করা হইয়াছে।

(৭) আশ-শেফা অর্থাৎ আরোগ্যকারী। এই সুরা পাঠের দ্বারা সকল রোগ নিরাময় হয়। সকল ব্যাধির ধন্বন্তরী ইহা। দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব প্রকার ব্যাধির চিকিৎসার অব্যর্থ সন্ধান ইহার মধ্যে রহিয়াছে। ইহা মানুষের মনের সকল প্রশ্ন ও সন্দেহের নিরসন করে।

(৮) আর-রোককাইয়া অর্থাৎ পড়িয়া ফুঁ দিবার সুরা। রুগ্ন ব্যক্তির গায়ে এই সুরা পড়িয়া ফুঁ দিলে, সে রোগ-মুক্ত হয়। এক সাহাবী এক সাপে কামড়ানো ব্যক্তিকে এই সুরা পড়িয়া ফুঁ দেওয়ায় সে বিষমুক্ত হইয়া আরোগ্যলাভ করে। ইহা পাঠ করিলে শয়তান ও তাহার সাঙ্গো-পাঙ্গের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। রাবিয়া বসরী (রহঃ) বলিয়াছেন, সুরা ফাতেহা পড়িয়া যে কোন বিপদের সম্মুখীন হইলে উহা কাটিয়া যায়।

(৯) সুরাতুল কানয্ অর্থাৎ সম্পদের সুরা। আল্লাহ্তায়ালা রসুল করীম (সাঃ)-কে বলিয়াছেন, ইহা তাঁহার আরশের সম্পদরাজির মধ্যে অন্যতম। ইহার মধ্যে জ্ঞান ও শিক্ষার অফুরন্ত ধারা প্রবাহিত।

বাইবেলেও এই সুরার নাম আছে। হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বানীতে সুরা ফাতেহার নাম হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রকাশিত বাক্য প্রথম অধ্যায় ২ আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। "এবং তাঁহার (প্রতিশ্রুত মসিহের) হাতে একটি ছোট পুস্তিকা খোলা ছিল এবং তিনি তাঁহার ডাহিন পা সমুদ্রে এবং বাম পদ শুষ্ক যমীনে স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তিনি সিংহনাদে ডাক দিলেন। যখন তিনি ডাক দিলেন, তখন মেঘ মন্দ্রে সপ্তধ্বণী গর্জিয়া উঠিল।"

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর আগমনের পূর্বে এই সুরা বন্ধ থাকার কথা ছিল। যথা "মেঘের এই সপ্ত গর্জনে যে কথা হইল, ইহা বন্ধ করিয়া রাখ এবং ইহাকে লিখিও না।"

(ইদরিস—১০অধ্যায়, ৪ আয়াত)।

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর আগমনে এই সুরার ব্যাখ্যা প্রকাশিত বাক্যের ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী খুলিয়া যাওয়ার কথা।

বস্তুতঃ হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) সারা জীবন ব্যাপিয়া সুরা ফাতেহার সাত আয়াতের তফসীর দিয়া ইসলামের বিরোধী দলের সকল আক্রমণের খণ্ডন এবং ইসলামের সত্যতা ও সকল ধর্মের উপর ইহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার বিভিন্ন পুস্তক হইতে সঙ্কলিত সুরা ফাতেহার ব্যাখ্যা ৪০০ পৃষ্ঠার এক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে।

সুরা ফাতেহা সহ দশটি নাম এই সুরার মধ্যে নিহিত বহুমুখি উদ্দেশের উপর আলোক পাত করিতেছে। এই সুরা কুরআন করীমের চাবি স্বরূপ। ইহার দ্বারা কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা উদ্ঘাটিত হয়।

সার কথা এই যে, সুরা ফাতেহা যেন এক বিন্দু, যাহার মধ্যে অনন্ত সমুদ্রকে আবদ্ধ করা হইয়াছে।

এই সুরার ফজিলত

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, 'আল্লাহ্তায়ালা আমাকে এই সুরা সম্বন্ধে জানাইয়াছেন: আমার ও বান্দার মধ্যে এই সুরাকে আমি সমানভাবে ভাগ করিয়াছি এবং ইহার সাহায্যে আমার বান্দা যে কোন দোওয়া করিবে আমি উহা কবুল করিব।" হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাঃ) বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ এই যে, এই সুরায় দোওয়ার যে পন্থাসমূহ বর্ণিত হইয়াছে, উহা পালন করিলে, দোওয়া কবুল হয়। এখন প্রশ্ন, ঐ পন্থসামূহ কি? সুরার মজমুন হইতে দেখা যায় যে, ঐগুলি (১) بسم الله (২) الحمد لله رب العالمين (৩) الرحمن (৪) الرحيم (৫) مالك يوم الدين (৬) اياك نعبد (৭) اياك نستعين - এই সুরা সাত আয়াতের এবং ইহাতে দোওয়ার কবুলিয়তের সাত পন্থা বর্ণিত হইয়াছে।

(১) بسم الله এর মধ্যে এই কথা বলা হইয়াছে যে, যে উদ্দেশ্যে দোওয়া করা হয়, উহা যেন নেক হয়। ইহা হইতে পারে না যে, চোর চুরি করিবার জন্য দোওয়া করে এবং উহা কবুল হয়। আল্লাহ্‌তায়ালার নাম লইয়া তাঁহার সাহায্য মাগিয়া যে কাজের জন্য দোওয়া করা হয়, উহা নিশ্চয় এমন হইতে হইবে, যাহাতে খোদা এবং বান্দা উভয়েই যেন শরীক হইতে পারে। খোদাতায়ালা পবিত্র। সুতরাং দোওয়া পবিত্র উদ্দেশ্যে পবিত্র পন্থায় পবিত্র কাজের জন্য হওয়া চাই। এই সংক্ষিপ্ত কথার দ্বারা দোওয়ার কবুলিয়তের সীমা সুস্পষ্ট হইবে। দেখা যায় অনেকে লোকের ধ্বংসের জন্য দোওয়া করে, কিন্তু উহা কবুল হয় না। ফলে তাহারা কুচর্চা করে যে, তাহাদের দোওয়া কেন কবুল হইল না। অনেকে নাজায়েয উদ্দেশ্যের জন্য দোওয়া করিয়া বিফল মনোরম হইয়া অভিযোগ করে তাহাদর দোওয়া কেন কবুল হইল না। অনেক ভণ্ড ও ছদ্মবেশী যাহেদ নাজায়েয উদ্দেশ্যের জন্য তাবিয দেয় ও দোওয়া করে কিন্তু এ সবই নিষ্ফল হয়।

(২) الحمد لله رب العالمين এর মধ্যে এই কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, দোওয়া এমন হওয়া চাই, যাহার ফলে আল্লাহ্‌তায়ালার অপরাপর বান্দাগনের, বরং সারা ধুনিয়ার মঙ্গল হয়। অন্ততঃ তাহাদের কাহারও যেন ক্ষতি না হয় এবং আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা সাব্যস্ত হয় এবং তাঁহার বিরুদ্ধে যেন কোন অভিযোগ উত্থিত না হয়।

(৩) الرحمن এর দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালার অসীম রহমতকে দোলা দেওয়া হয় এবং প্রার্থিত দোওয়া কবুল হইলে যেন আল্লাহ্‌তায়ায়ালার রহমানীয়তের গুণের প্রকাশ হয়।

(৪) الرحيم এর মধ্যে ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে যে, প্রার্থিত দোওয়া যেন আল্লাহ্‌তায়ালার রহমতের গুণের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হয়। অর্থাৎ উহা কবুল হইলে, উহার দ্বারা যেন এমন নেকীর বুনিয়াদ পড়ে, যাহার প্রভাব দুনিয়ায় সুদীর্ঘকাল ব্যপিয়া স্থায়ী হয় এবং উহার দ্বারা যেন নেক বান্দাগণ ধারাবাহিকভাবে উপকৃত হইতে থাকে। অন্ততঃ পক্ষে তাহাদের পথে যেন অন্তরায় সৃষ্টি না হয়।

(৫) مالك يوم الدين এর মধ্যে ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে যে, দোওয়া করিবার সময় বাহ্যিক উপকরণ-সমূহের প্রতি যেন লক্ষ্য রাখা হয়। সঠিক ফল লাভের জন্য যে সকল উপকরণ সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেগুলিকে যেন উপেক্ষা করা না হয়। কারণ উপকরণগুলি আল্লাহ্‌তায়ালার দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার নির্দেশিত পন্থা ছাড়িয়া তাঁহার নিকট সাহায্য চাওয়া বুদ্ধিহীনের কাজ। বস্তুতঃ দোওয়া করার সময় বাহ্যিক উপকরণ হস্তগত থাকিলে বা সহজলভ্য হইলে, উহার

ব্যবহায় দোওয়ার সঙ্গে অপরিহার্য। অবশ্য যদি উহা দুর্লভ হয়, তাহা হইলে ما لك يوم الدين গুণ উপকরণের উর্ধে উঠিয়া ফল প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে এই ইঙ্গিতও আছে যে, দোওয়া করিবার সময় অন্যদেরকেও যেন ক্ষমার চক্ষে দেখা হয় এবং নিজ হক আদায়ের উপর যেন কেহ খুব বেশী চাপ না দেয়।

(৬) ايك نعبد এর মধ্যে এই নীতি নির্ধারণ করা হইয়াছে যে প্রার্থনাকারীর যেন আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত পূর্ণ এবং ঐকান্তিক সম্বন্ধ থাকে এবং সে শিরক্ এবং মুশরেকানা চিন্তাধারা হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়।

(৭) ايك نستعين এর মধ্যে এইকথা বলা হইয়াছে যে, প্রার্থনাকারী সম্পূর্ণরূপে খোদার হইয়া গিয়াছে এবং গয়ের আল্লাহ্‌র উপর হইতে তাহার দৃষ্টি অপসারিত হইয়া সে খোদার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়াছে। যাহাই ঘটুক না কেন, মাগিতে হইলে সে কেবল খোদার নিকট মাগিবে।

উপরোক্ত সাতটি পন্থায় প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রার্থনাকারী যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে। এই প্রকার কামেল দোওয়ার নমুনা হযরত রসুল করীম (সা) এবং তাঁহার কামেল অনুগামীগণ জগতকে দেখাইয়াছেন এবং তাঁহাদের দ্বারা কবুলিয়তের এমন নিদর্শনসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে যে, অন্ধ চক্ষু লাভ করিয়াছে, বধির শ্রবণ-শক্তি লাভ করিয়াছে এবং বোবা বাক-শক্তি লাভ করিয়াছে। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর অনুগমনের দ্বার কাহারও জন্য বন্ধ হয় নাই। যে কেহ এই মর্যাদা লাভের জন্য চেষ্টা করিতে পারে এবং সত্য সত্যই কবুলিয়তের মর্যাদা লাভ করিতে পারে।

হযরত রসুল করীম (সাঃ) একদা সাহাবা (রাঃ আঃ) কে কুরআনের সর্বাপেক্ষা বড় সুরা শিখাইতে ডাকিয়া সুরা ফাতেহা পাঠ করিয়াছিলেন। ইহার কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে। সারা কুরআন সুরা ফাতেহার মজমুনের ব্যাখ্যা।

হযরত খলিফাতুল মাসিহ সানি (রা) বলিয়াছেন যে, ছেলেবেলা একদা স্বপ্নে এক ফেরেস্তা তাঁহাকে সুরা ফাতেহার পূর্ণ ব্যাখ্যা শিখাইয়ছিলেন। জাগিয়া দেখেন তিনি সব ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যখনই তিনি কোনো বক্তৃতা দিতে খাড়া হইয়াছেন অথবা যখনই কোন পুস্তক রচনা করিতে বসিয়াছেন, তখনই এই সুরার নিত্য নূতন ব্যাখ্যা তাঁহার মস্তিস্ক দ্বীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ফেরেস্তার দোওয়া শিক্ষার ধারা ও প্রকাশ এইরূপ হইয়া থাকে। তিনি জীবনব্যপী সুরা ফাতেহার বহু ব্যাখ্যা দিয়া গিয়াছেন। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন যে, তাঁহার জীবনে যখনই কোন সমস্যা দেখা দিয়াছে, তিনি উহার সমাধান-কল্পে সুরা ফাতেহার দর্পনে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন এবং উহার মধ্যে তিনি সমস্যার সমাধান পাইয়াছেন।

নযুলে সুরা ফাতেহা

এই সুরা মক্কায় একবার এবং আর বার মদিনায় নাযেল হয়। ইহা প্রথম হইতেই সব সময়ে নামাযে পঠিত হইয়াছে।

সুরা ফতেহার মজমুনের সার কথা

সুরা ফাতেহার নাম হইতে বুঝা যায় যে, ইহা কুরআন মজিদের ভূমিকা স্বরূপ। সারা কুরআনের মজমুনকে ইহার মধ্যে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে যেন পাঠক প্রথমেই সাধারণভাবে ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হইতে পারে।

এই সুরার প্রথমেই بسم الله বিসমিল্লাহ্ রাখা হইয়াছে। এতদ্বারা ইহা সুপ্রকাশিত যে, ১। একজন মুসলমান খোদতয়ালার উপর আস্থা রাখে। ২। সে দার্শনিকদিগের ন্যায় শুধু ইহাই বিশ্বাস করে না যে, খোদাতায়ালা দুনিয়ার সৃষ্টির অদিকারণ বরং সে ইহাও বিশ্বাস করে যে, দুনিয়ার কাজ তাঁহারই আদেশ ও নিয়ন্ত্রণে চলিয়াছে। সুতরাং সুফল লাভের জন্য বান্দার প্রত্যেক কাজে আল্লহ্তায়ালার সাহায্য অপরিহার্য। ৩। তিনি কেবল এক আভ্যন্তরিক শক্তি নহেন, বরং তাঁহার চিরস্থায়ী অস্তিত্ব আছে এবং তিনি বিভিন্ন গুণাবলীর অধিকারী যেমন তিনি الرحمن আর-রহমান এবং الرحيم আর-রাহীম। ৪। তিনি সকল উন্নতির উৎস এবং যে সকল উপকরণ দ্বারা দুনিয়ায় মানুষ উন্নতি লাভ করে, তাঁহারই করায়ত্ত। এই কথা আল্লাহ্তায়ালার গুণবাচক الرحمن আর-রহমান নামে ব্যক্ত করা হইয়াছে। ৫। তিনি মানুষকে অশেষ উন্নতির জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। যখন সে আল্লাহ্তায়ালার দ্বারা সৃষ্ট উপাদান সমূহের সদ্ব্যবহার করে, তখন তাহার কাজ শুভ ফলদায়ক হয় এবং পরবর্তীতে ইহা তাহাকে অধিকতর পুরস্কারের অধিকারী করে এবং করিয়া চলিতে থাকে। তাঁহার আর-রাহীম গুণবাচক নামের মাধ্যমে ইহা ব্যক্ত করা হইয়াছে। ৬। তাঁহার সকল কাজে ঐক্য ও কামাল বিদ্যমান এবং সকল সৌন্দর্যের অধিপতি তিনি এবং তিনি সকল প্রশংসার যোগ্য। কারণ তিনি ছাড়া আর যাহা কিছু সকলই তাঁহার সৃষ্ট। এই বিষয় الحمد لله رب العالمين আল-হামদুলিল্লাহে রাব্বেল আলামীন বাক্যের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্তায়ালা ব্যতিরেকে আর কোন বস্তু এমন নাই, যাহার আদি এবং অন্ত একই রূপের। তিনি সদা পুর্ণ। তিনি ব্যাতিরেকে প্রত্যেক বস্তু তুচ্ছ অবস্থা হইতে উন্নতি করিয়া পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। সুতরাং আল্লাহ্তাতালা প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টি ও পালন কর্তা এবং অপর কেহই আপনা আপনি অস্তিত্বমান নহে। একমাত্র তিনি রাব্বেল আলামীন। ৮। এই পৃথিবী বৈচিত্রময়। প্রত্যেক বৈচিত্রের হাজার হাজার শাখা আছে এবং উহারা হাজ'র হাজার রকমের প্রকৃতি বিশিষ্ট। কোন বস্তুকে বুঝিতে উহার স্বজাতির প্রকৃতি লক্ষ্য করিতে হইবে। অন্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে চলিবে না।

আল্লাহ্‌তায়ালা প্রত্যেক জাতির প্রতি উহার অবস্থা অনুযায়ী ব্যবহার করেন। সুতরাং বিভিন্ন শ্রেণীর বস্তুর মধ্যে যদি আল্লাহ্‌তায়ালার ব্যবহারের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা হবলে, ইহার দ্বারা বিভ্রান্ত হইলে চলিবে না। তারতম্য অবস্থাভেদের কারণে ঘটে, যুলুম অথবা উপেক্ষার জন্য নহে। তাঁহার ربوبيت রবুবীয়তের তাকিদ ইহাই চাহে। ৯। যে সব বস্তুর দ্বারা তিনি কাজ লয়েন, তিনি যেভাবে উহাদের সৃষ্টি কর্তা, তেমনি উপাদান সমূহেরও তিনি সৃষ্টি কর্তা। ১০। খোদাতায়ালা যেভাবে বস্তু এবং প্রয়োজনীয় ফলউৎপাদনকারী উপাদান সমূহের সৃষ্টিকর্তা, তেমনি কর্মফলের পরিণামও তাহার করায়ত্ত। যথা আল্লাহ্‌তায়ালা যেমন মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনই যে খাদ্য খাইয়া তাহার রক্ত উৎপন্ন হয়, উহাও তাঁহার আদেশে হয়। এতদ্বারা তাঁহার আর-রহীম গুণের প্রকাশ হয়। ১১। অত্যপর তিনি পুরস্কার ও শাস্তির এক নিয়ম নির্ধারিত করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী ভাল ও মন্দ কাজের সমষ্টিগত ফল একদিন প্রত্যক্ষ করিবে। প্রত্যেক কাজের ফল দুইপ্রকারের হইয়া থাকে। এক হইল অন্তঃবর্তী। ইহাতে প্রত্যেক কাজের সাক্ষাৎ একটা ফল প্রকাশ হয়। আর এক চুড়ান্ত ফল। ইহাতে সকল কাজের একটা সমষ্টিগত ফল প্রকাশ হয়। সুতরাং আল্লহ্‌তায়ালা কেবল এই ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন নাই যে, তাঁহার الرحيم আর-রহীম গুণের প্রকাশে প্রত্যেক কাজের এক সাক্ষাৎফল প্রকাশিত হয়, বরং তাঁহার مالك يوم الدين মালেকে ইয়াওমিদ্দীন গুণের প্রকাশে সকল কাজের এক সমষ্টিগত ফল প্রকাশিত হয়। ১২। সুতরাং যিনি এই রূপ স্বত্বা. তিনি উপাসনার যোগ্য এবং তাঁহার সহিত প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ হওয়া কর্তব্য। ايا ك نعبد و ايا ك نستعين ব্যাক্যে এই স্বতঃসিদ্ধের কথাই উল্লেখিত হইয়াছে। ১৩। পূনঃ বলা হইয়াছে যে মানুষের উন্নতি দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এক হইল দেহের আমল এবং অপরটি আত্মার আমল। আত্মার আমল হইল চিন্তা, ইচ্ছা ইত্যাদি। দেহের আমল হইল তাহার বাহ্যিক কার্যাবলী। উভয়েরই সংশোধন প্রয়োজন। ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার হেদায়ত ছাড়া হইতে পারে না। এইজন্য ايا ك نعبد و ايا ك نستعين প্রার্থনা করা জরুরী। ১৪। অতঃপর اهدنا الصراط المستقيم বাক্যে বলা হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার সহিত মিলনের এবং তাহার সংশোধনের স্বয়ং ইচ্ছা রাখেন। ইহার জন্য মাত্র এতটুকু প্রয়োজনীয় যে বান্দা তাঁহার নিকট অবনত হয় এবং তাঁহার নিকট তাঁহার সহিত সাক্ষাতের আবেদন জানায়। (১৫) অতঃপর صراط المستقيم বাক্যের মধ্যে এই কথা বলা হইয়াছে যে, বহ্যতঃ খোদাতায়ালাকে লাভ

করার অনেক পথ দেখা যায়। কিন্তু কেবল পথ দেখা গেলেই হইবে না, বরং ইহাও দেখিতে হইবে যে, ঐ পথ যেন ছোট হয়। মানুষ যেন প্রচেষ্টায় বিনাশ প্রাপ্ত না হয়। صراط الذين انعمت عليهم বাক্যে আবার এই কথা বলা হইয়াছে যে, ঐ পথ যেন পরীক্ষিত পথ হয়, যে পথে চলিয়া মানুষ খোদাকে পাইয়াছে। এই পথের বিপদাপদ ও উহার প্রতিকার যেন জানা থাকে, যাহাতে বান্দা নৈরাশ্যে পতিত না হয় এবং প্রশান্ত হৃদয়ে চলিতে পারে এবং উত্তম সঙ্গী লাভ হয়। এইরূপ পথ আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট চাওয়া চাই। (১৬) উন্নতি লাভের ফলে মনে অহঙ্কার এবং আত্মশ্লাগা জন্মিয়া মানুষকে ধ্বংস করিয়া দেয়। সুতরাং এই দুর্ভাগ্য হইতে বাঁচিয়া চলা কর্তব্য। উন্নতিকে যুলুম এবং ফসাদের উপায় স্বরূপ গ্রহণ করা উচিৎ নহে। বরং ইহাকে খেদমত এবং নিরাপত্তার কাজে লাগানো উচিৎ। ইহার জন্য غير المغضوب عليهم দোওয়া করিতে থাকা উচিৎ। (১৭) মানুষ যেমন উন্নতিকে যুলুমের কাজে লাগায়, তেমনি সে দয়া এবং নাজায়েয প্রেমে পড়িয়া ক্ষুদ্র বস্তুকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করে। ইহা হইতেও আত্মরক্ষা করা উচিৎ এবং নেকী অর্জনের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট ولا الضالين দোপয়া করিতে থাকা চাই।

(ক্রমশঃ)

শোক সংবাদ

ব্রাহ্মনবাড়ীয়া জমাতের অন্তর্গত আহমদীপাড়া নিবাসী প্রবীন আহমদী জনাব আলতাফ আলী সাহেব বিগত ২৪ শে অক্টোবর ১৯৭৫ইং শুক্রবার বাদ জুম্মা প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে ঢাকায় তাঁহার ছেলে জনাব মোহাম্মদ আলী সাহেব, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা বোর্ড-এর ধানমণ্ডিস্থ বাসায় ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

ঐ দিনই মরহুমের লাশ ট্রাক যোগে ঢাকা হইতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় লইয়া যাওয়া হয় এবং রাত্র প্রায় দেড়ঘটিকায় সেখানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

মরহুম একজন অতি উৎসাহী ও ধর্মভীরু আহমদী ছিলেন!

ঢাকায় অবস্থান কালে, এমনকি অসুস্থ অবস্থায়ও, যতক্ষন পর্যন্ত চলা ফেরা করার শক্তি ছিল, তিনি নামাজ জুম্মা বাদ দেন নাই এবং সর্বদাই নাতিদের সাথে নিয়া আসিতেন। বন্ধুগণ তাঁহার আত্মার মাগফেরাত ও জান্নাতে তাঁহার দর্জা-বুলন্দির জন্য খাসভাবে দোয়া করিবেন।

আমাদের পক্ষ হইতে মরহুমের শোক সন্তপ্ত স্ত্রী, পুত্র এবং পরিবারের অন্যান্য সকলের নিকট আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। আল্লাহ্‌তায়ালা সকলকে এই অপূরণীয় ক্ষতি সহিবার জন্য উত্তম ধৈর্য দান করুন, মরহুমের নেক নমুনা জীবনে অনুসরণ করিয়া চলার তৌফিক দান করুন এবং সকলের হাফেজ ও নাসের হউন। আমীন!

হাদিস শরীফ

পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে

(১)

তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে কুরআন শিখিয়াছে এবং অতঃপর ইহা অপরকে শিখায়। (বুখারী)

(২)

যে ব্যক্তি কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে, সে সম্মানিত ও পবিত্র (আমল নামা) লেখক ফেরেস্তাগণের মর্যাদা বিশিষ্ট। যে কুরআন পাঠ করে এবং কঠিন লাগা সত্ত্বেও পাঠে লাগিয়া থাকে, তাহার জন্য ডবল পুরস্কার আছে।

(বুখারী ও মুস্লীম)

(৩)

দুই ব্যক্তি ব্যতিরেকে আর কাহারও প্রতি হিংসা নাই। এক ব্যক্তি, যাহাকে আল্লাহ্ কুরআন শিক্ষা দিয়াছেন এবং ইহা লইয়া সে সারা রাত্রি ও সারা দিন (এবাদত ও আমলে) খাড়া থাকে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি, যাহাকে আল্লাহ্ ধন দিয়াছেন এবং উহা হইতে সে রাত্রি ও সারা দিন (আল্লাহ-তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য) খরচ করে। (বুখারী ও মস্লিম)।

(৪)

এক মোমেন, যে কুরআন পাঠ করে, তাঁহার দৃষ্টান্ত কমলা লেবুর ন্যায়। উহার ঘ্রাণ ও স্বাদ উভয়ই মধুর। এক মোমেন, যে কুরআন পাঠ করে না, তাহার দৃষ্টান্ত, অপক্ক খেজুরের ন্যায়। উহার গন্ধ নাই কিন্তু স্বাদ মিষ্ট। এক মুনাফেকের দৃষ্টান্ত, যে কুরআন পড়ে না, হেন্‌তা গুল্মের ন্যায়, যাহার ঘ্রাণ নাই এবং স্বাদ তিক্ত। এক মুনাফেক, যে কুরআন পড়ে, তাহার দৃষ্টান্ত এক সুগন্ধি ফুলের ন্যায়, যাহার স্বাদ তিক্ত।

(বুখারী ও মস্লিম)।

অপর এক বর্ণনায় আছে :—এক মোমেন, যে কুরআন পড়ে এবং আমল করে, তাহার দৃষ্টান্ত কমলালেবুর ন্যায়, এবং এক মোমেন যে কুরআন পড়েও না এবং আমলও করে না, তাহার দৃষ্টান্ত অপক্ক খেজুরের ন্যায়।

(৫)

নিশ্চয় আল্লাহ্ কতক জাতিকে এই গ্রন্থের (আমলের) দ্বারা উন্নত করিবেন এবং কতক জাতিকে (বিরুদ্ধাচরণের জন্য) ইহার দ্বারা অধঃপতিত করিবেন। (মুস্লিম)।

(৬)

কেয়ামতের দিনে কুরআনকে ঐ সকল লোকের সহিত আনা হইবে, যাহারা ইহার উপর আমল করিত। ইহার আগে

আগে সুরা বকর ও সুরা আলে-এমরান দুই মেঘের ন্যায় অথবা দুই কাল ছায়ার ন্যায় আসিবে এবং উহাদের মধ্যে এক উজ্জল ব্যবধান থাকিবে, অথবা উক্ত দুই সুরা সারিবদ্ধ দুই ঝাঁক পাখীর ন্যায় হইবে। তাহারা উহার পাঠকারীগণকে ছায়া দিতে থাকিবে। (মুস্লিম)।

(৭)

উবাই বিন কা'র বর্ণনা করিয়াছেন: হযরত রসুল (সাঃ) বলিলেন: হে আবু মুনযের! তুমি কি জান, আল্লাহ্‌তায়ালার গ্রন্থের কোন্ আয়াত তোমার নিকট সর্বাপেক্ষা মহান? আমি বলিলাম: আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুল সর্বাপেক্ষা উত্তম জানেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: হে আবু মুনযের! তুমি কি জান, আল্লাহ্‌তায়ালার গ্রন্থের কোন আয়াত তোমার নিকট সর্বাপেক্ষা মহান? আমি বলিলাম: আল্লাহো লাইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইউল কাইউম।—তিনি আল্লাহ্। তিনি ব্যতিরেকে কোন উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব এবং স্থিতিদাতা। (সুরা বকর)। অতঃপর তিনি হস্ত দ্বারা আমার বক্ষে আঘাত করিলেন এবং বলিলেন: হে আবু মুনযের! জ্ঞান তোমাকে সানন্দ সম্ভাষণ জানাক।

(মুস্লিম)।

(৮)

ইবনে আব্বাস বর্ণনা করিয়াছেন: তখন নবী (সাঃ)-এর নিকট জীব্রারাইল (আঃ) বলিয়াছিলেন। তিনি উপরের দিক হইতে এক শব্দ শুনিলেন। তিনি তাঁহার হাত উপরের দিকে তুলিলেন এবং বলিলেন: ঐ আকাশে এক দুয়ার, যাহা কেবল আজই খোলা হইয়াছে, ইতিপূর্বে কখনও খোলা হয় নাই। তিনি আরও বলিলেন: ঐ এক ফেরেস্তা, যিনি কেবল আজ পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছেন, ইতিপূর্বে কখনও নামেন নাই। তিনি (ফেরেস্তা) সালাম জানাইলেন এবং বলিলেন: দুইটি আলোকের শুভ সংবাদ দাও, যাহা তোমাকে দেওয়া হইয়াছে এবং তোমার পূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয় নাই। সুরা ফাতেহা এবং সুরা বকরের শেষাংশ। তোমরা উহাদের প্রত্যেকটি অক্ষর পড়ার জন্য পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। (মুস্লিম)।

অনুবাদ:—মোঃ মোহাম্মাদ

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

(মূল ঃ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) প্রণীত নাজমুল হুদা নামক আরবী পুস্তক।
অনুবাদ ঃ মোঃ ছালাহ উদ্দিন আহমদ)

প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর সত্যতার নিদর্শনাবলী

প্রথম নিদর্শন হিসাবে আমি উল্লেখ করিতে চাই যে, আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে প্রেরণ করিয়াছেন যখন ক্রুশ (খ্রীষ্টিয়) মতবাদ বিশেষ প্রধান্য লাভ করে এবং ইহার অনুসারীরা তাহাদের প্রচার কার্যে অত্যন্ত তৎপর ও উন্নতশীল হইয়া উঠে। যখন তাহারা সর্বসাধারণের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং সকল নিম্ন স্তরের লোকদের নিকট স্বধর্ম ত্যাগের দ্বার প্রসস্ত করিয়া ধরে ও আরাম আয়াসের জীবন যাপনের প্রলোভন দেখাইয়া সকল ভাবী স্বধর্মত্যাগীদের বিচার বুদ্ধিও আয়ত্ত করিয়া রাখে। এই সময়েই মানুষের জীবন যাপনে সর্বপ্রকারের বিশৃঙ্খলা প্রবল ও ভয়াবহ আকার ধারণ করে এবং চারিদিকে হৈ হৈ কাণ্ড বিরাজ করিতে থাকে, যেন প্রলয়কাল দ্বারে উপস্তিত। এমনই সময় আল্লহ্‌তায়ালা আমার নিকট ক্রুশ ধ্বংশের গোপন তত্ব ব্যক্ত করেন, যাহার নমুনা অন্যান্য মুসলমানদের নিকট পাওয়া যায়না। আমার লিখিত পুস্তকাদি আমার কার্যাবলীর এক বিশেষ প্রকৃতির চূড়ান্ত সাক্ষ্য প্রদান করে। আমার পুস্তক সমূহ ক্রুশ পুজারীদিগকে একবারে নির্বাক করিয়া দিয়াছে। এই সমস্ত লোকেরা এখন একদিকে আমার আহ্বান এড়াইয়া যাওয়ার পথও পাইতেছেনা, অন্যদিকে আমার যুক্তি সমূহ খণ্ডনও করিতে পরিতেছেনা। এমন এক সময় ছিল যখন সকলের চক্ষুই ব্যগ্রব্যাকুল হইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া ছিল। কারণ এই সমস্ত প্রতারকগণই লোকদিগকে ভুল পথে চলিত করার জন্য প্রতারণা ও প্রলোভন মুলক নিকৃষ্টতম কার্যে লিপ্ত ছিল। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মধ্যেও সর্বাধিক মতভেদ বিরাজমান এবং মুসলমানদের বিভিন্ন দল উপদেশের মধ্যে কদাচ এমন দল আছে যাহার মধ্যে ভয়াবহ মতবিরোধ বিরাজ না করিতেছে। কাজেই তাহাদের এই মতবিরোধ যথার্থ ও নিরপেক্ষ ভাবে মিটাইয়া দিতে পারে এমন এক ব্যক্তির

উৎসের অকাঙ্খায় মানব হৃদয় অধীর হইয়া পড়ে। তদনুসারে আল্লাহ্‌তায়ালা মীমাংশা করীর, ক্ষমতা প্রদান করিয়া আমাকে প্রেরণ করেন যাহাতে সমস্ত মতবৈষম্য নিষ্পত্তির উদ্দেশ্য আমার নিকট উপস্থাপিত হয়। চিন্তা-শীল ব্যক্তিবর্গের জন্য ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে। বাস্তবিকই এই নিদর্শনের গুরুত্ব সমস্তনিদর্শনের উর্ধে।

আমাকে আর এক দ্বিতীয় নিদর্শন হিসাবে প্রদান করা হইয়াছে আরবী ভাষায় আমার অসাধারন বুৎপত্তিলাভ।

জ্ঞানীব্যক্তি বর্গের জন্য ইহা এক নিদর্শন। ঘটনা এই যে, প্রথমাবস্থায় আরবী ভাষায় সাধারণ জ্ঞান বৈ আমার বিশেষ কোন পারদর্শিতা ছিলনা। ইহাই আলেম বৃন্দের নিকট আমার সুখ্যাতি বিনষ্ট করার ও আমাকে আক্রমন করার এক হাতিয়ার রূপে পমিগণিত হয়। সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে আমাকে ও আমার অন্দোলনকে হেয় প্রতি পন্ন করার মানসে আরবী ভাষায় আমার জ্ঞানের সল্পতাহেতু তাহা আমার সমলোচনা করিতে থাকে। আরবী ব্যাকরনের প্রাথমিক নিয়মাবলির সহিতও আমি পয়িচিত নহি এবং এই স্বর্ণ ভাণ্ডারের এক কণা মাত্রও আমার আয়ত্তে নাই এই বলিয়া তাহারা চতুর্দিকে প্রচার করিতে থাকে। অতএব আমাকে আরবী ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা এবং ইহার অলংকার শাস্ত্রে ও বাক্যপদ্ধতিতে বিশেষ বুৎপত্তি প্রদানে আমাকে এক অপ্রতিদন্দ্বী করিবা জন্যে আল্লাহ্‌তায়ালার সমীপে আমি প্রার্থনায় নিমগ্ন হইলাম আমার এই আরজী নিরতিশয় বিনয় নম্রতা সহকারে পেশ করিলাম। আমি প্রভূর সমীপে অবনত মস্তকে পড়িয়া ক্রন্দন করিলাম এবঃ অতিশয় দৃঢ়তা, আন্তরিকতা ও অধ্যবসায়ের সহিত এই প্রার্থনা চালাইয়া গেলাম। অতঃপর আমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয় এবং আমার প্রার্থিত বস্তু আমাকে প্রদান করা হয়। পূর্ণ সৌন্দর্য ও মধুর্য্য সহকারে আরবী ভাষাও সাহিত্যের জ্ঞান ভাণ্ডার আমাকে প্রদান করা হয়। ফলে আরবী ভাষায় এক অভিনব রচনারীতি ও বাক্যপদ্ধতি খচিত কতিপয় পুস্তক আমি রচনা করিতে সক্ষম হই। দেশের শিক্ষিত লোকদের নিকট এইগুলি উপস্থাপন করতঃ তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলি, "হে চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিকবৃন্দ! তোমরা আমাকে নিরক্ষর ও অজ্ঞ মনে করিয়াছিলে এবং কৃপাবান আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে সাহায্য করিবার পূর্বে আমি তদ্রূপই ছিলাম। কিন্তু তিনি এখন আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহার বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহে তিনি স্বয়ং আমার ভাষা শিক্ষার শিক্ষকতা করিয়াছেন আমি এখন আরবী সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছি এবং এই ক্ষেত্রে আমার কোম সমকক্ষ নাই। আমি এখন

বাগ্মিতায় ও রচনা পদ্ধতির ধনভাণ্ডার পরিপূর্ণ পুস্তকসমূহ রচনা করিয়াছি। জ্ঞানবান ও চক্ষুজ্ঞান লোকদের জন্য এইগুলিতে আমার সত্যতার নিদর্শন রহিয়াছে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ হইতে তোমাদের প্রতিকূলে মুক্তি সমূহ রহিয়াছে। অতঃপর এসমস্ত যদি তোমরা আমার সত্যতার ও আরবী ভাষায় আমার বুৎপত্তিতে সন্দেহ করিতে প্রবৃত্ত হও, ইহার ব্যাখ্যা ও প্রকাশনায় আমার অক্ষমতার প্রশ্ন উঠাও এবং আমার দাবী প্রত্যাখ্যান করিয়া আমাকে প্রতারক মনে করিয়া থাক। তবে তোমরাও সম পর্যায়ের কতক রচনা উপস্থাপন কর যদি তোমরা সঠিক পথ অবলম্বন করিয়া থাক। তোমাদের মনোগত ধারনানুযায়ী যদি তোমরা সঠিক পথাবলম্বী হইয়া থাক তবে আল্লাহতায়ালা তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিবেন এবং তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন না করিয়া এবং বিজয়ের নিশ্চয়তা দান করিবেন। এইরূপ কাজ সম্পাদন করিলেই তোমাদের সমালোচকগণ তোমাদের ত্রুটি খুঁজিয়া বাহির করিতে অক্ষম হইবে, তোমাদের বিরুদ্ধবাদীগন তোমাদের দোষারোপ করিতে পারিবেনা এবং তোমাদের সততা ও সাধুতা সম্বন্ধে পূর্ণ আস্থা লাভ করিবে। তোমাদের জ্ঞানবুদ্ধির স্বল্পতা হেতু যদি তোমরা ব্যক্তিগতভাবে আমার এই আহ্বানের সম্মুখীন হইতে নিজদিগকে অপারগ মনে করিয়া থাক তবে তোমরা গাত্রোত্থানকর এবং তোমাদের মধ্যে সুপরিচিত সকল লিখক বক্তা ও আরবী ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি অর্জনের জন্য স্বনামধন্য সকল ব্যক্তি-বর্গকে তোমাদের সাহায্যার্থে ডাকিয়া লও। সীদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার এই প্রস্তাবিত প্রনালীই সত্য দাবীকারকের স্রদ্ধার পথ প্রশস্ত করিবে এবং মিথ্যাবাদীকে লজ্জিত করিবে, সেহেতু লাঞ্ছনা ও অপমান মিথ্যা-বাদীদেরই অপরিহার্য্য পরিণাম। যদি তোমরা বিশ্বাসী হইয়া থাক, আল্লাহকে ভয়কর।" কিন্তু আলেম বৃন্দ আমার রচনাতুল্য কিছুই উপস্থাপন করিতে পারে নাই এবং আমার দাবী প্রত্যাখ্যান করা হইতে বিরতও হয় নাই। 'তাহাদের মুখ মণ্ডলে লজ্জা, ভয়, অসহায় ও বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ পায় এবং কাপুরুষতা ও পৃষ্ঠ প্রদর্শনই তাহাদের সতত 'অভ্যাস হইয়া পড়ে। তাহারা তাহাদের সমস্ত আস্ফালনের কথা ভূলিয়া যায় এবং সম্পূর্ণ নির্বাক হইয়া পড়ে। অনেকেই অনুতাপ করে কিন্তু অনেকে পবিত্র রসুল (সাঃ)-এর প্রতিশ্রুতির সত্যতা গোপন করিয়া রাখে। এই সত্য স্মরণ রাখা উচিৎ যে, এই নিদর্শন পবিত্র রসুল - (সাঃ) এর আধ্যাত্মিক শক্তির কল্যাণ সহ এবং আল্লাহ-তায়ালার আদেশেই সংঘঠিত হইয়াছে। তাহারা নির্ব্বোধ যাহারা মন্তব্য করে যে, এই চ্যালেঞ্জ কোরআনে বর্ণিত চ্যালেঞ্জেরই অনুরূপ তাই ইহার প্রতি শ্রদ্ধার ও ঈমানের

হানি ঘটায়। আধ্যাত্মিক জীবনের সত্যিকার প্রকৃতির সহিত অপরিচিত ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ব্যক্তিরাই কেবল এইরূপ সমালাচনা করিতে পারে। আমি পুর্বেই বলিয়াছি যে, ভক্ত বৃন্দের দ্বারা প্রদর্শিত সকল নির্শনাবলীই প্রতিবিম্ব স্বরূপ রসুল (সাঃ)-এর অলৌকিক ক্রিয়াসমূহের পরিচায়ক এবং রসুল (সাঃ) এর জীবনের উদ্দেশ্য পুরণের পথই প্রশস্ত করে। পবিত্র কুরআন ও পবিত্র রসুল (সাঃ)-এর বাক্য সমূহ আমাদিগকে একই সত্যের নির্দেশ দানকরে এবং একই অভিমতের অনুমোদন দেয়। এই উক্তির অস্বীকারকারী মাত্রই ভ্রমে নিপতিত ও পাপাচারী। সাধারণ লোকের চক্ষু সমূহ সত্য দর্শন করিতে পারেনা। ধর্ম সংক্রান্ত উচ্চাঙ্গের ঘটণা সমূহ তাহাদের নিকট লুক্কায়িত থাকে। তাই তাহারা মনে করে যে, ভক্ত বৃন্দের পূর্ণ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা রসুল (সাঃ)-এর মর্য্যাদায় অপমান ঘটায়, অথচ জ্ঞানবান ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তিবর্গের নিকট ইহা সুবিদিত যে, প্রকৃত সত্য সম্পুর্ণ ইহার বিপরীত। (ক্রমশঃ)

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর বাৎসরিক ইজতেমা

মোহতরম জনাব আমীর সাহেবের নির্দেশে জানান যাইতেছে যে, বাংলাদেশ মজলিসে আনাসারুলাহ্‌র বাৎসরিক ইজতেমা আগামী ২২ ও ২৩ শে নভেম্বর শনিবার ও রবিবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত হইবে। ইহাতে সকল মজলিসের নোমাসয়েন্দাদের বিশেষ করিয়া তেজগাঁও নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা মজলিসে যোগদান করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

প্রত্যেক মজলিসকে ইজতেমা ও মজলিসের চাঁদা সত্বর পাঠাইয়া ইজতেমার প্রোগ্রামকে কামিয়াব করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

ইজতেমার পূর্ণ সফলতার জন্যও বন্ধুগণ খাস ভাবে দোয়া করিবেন। ইতি

নাজেমে আলার পক্ষে

খাকছার— মোহতমীম ইসলাহ্ ও ইরশাদ

বাংলাদেশ মজলিসে আনঃ

জুমার খোৎবা

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

[রাবওয়া মসজিদ মুবারকে ৪ঠা অক্টোবর ১৯৬৮ ইং প্রদত্ত]

رب كل شيء خادمك رب فاحفظنا وانصرنا وارحمنا ـ

(রাব্বে কুল্ল শাইয়েন খাদেমুকা রাব্বে ফাহ্‌ফাজনা ওয়ান সুরনা ওয়ার হামনা।)

ইহা একটি সর্বাত্মক সর্বাঙ্গীন দোয়া, যাহা সত্যিকার সাচ্চা তৌহীদ শিক্ষা দেয়।

বন্ধুগণের কর্ত্তব্য, বহুলরূপে নিয়মিতভাবে তাঁহারা এই দোয়া পাঠ করেন, যাহাতে খোদাতায়ালার হেফাজতে আসেন।

সুরাহ্ ফাতেহা তেলাওতের পর হুজুর (আইঃ) হযরত মসিহে মওউদ আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্‌লামের শীর্ষোক্ত ইলহামী দোয়া পাঠ করেন। অতঃপর বলেন :—

হে আমাদের 'রাব্ব্' (স্রষ্টা ও পালন কর্তা)! প্রত্যেক জিনিষ তোমার সেবক। সেবা সংক্রান্ত তোমার বিধান অনুযায়ী তুমি যে কাজে নিয়োজিত করিয়াছ, প্রত্যেকে সেই কাজে ব্যাপৃত। আমরা চাক্ষুস দেখিতেছি যে, আকাশমালা ও পৃথিবীর প্রত্যেক জিনিষ, তুমি তোমার সব নেয়ামৎ (প্রচ্ছন্ন, অপ্রচ্ছন্ন-জাহেরী, বাতেনী) আমাদের জন্য জলের ন্যায় বহাইয়াছ। আমাদের নাফস্ (প্রাণ), আমাদের 'রূহ্' (আত্মা) তোমার অগণিত ইহ্‌সান ও অনুগ্রহে আচ্ছন্ন। নেয়ামতের 'শোকর্' তো সম্ভবপর নহে। কিন্তু হে আমাদের রব্ব্, আমাদের প্রিয়! আমারাও তোমার প্রেমিক ও সেবক। তোমার খাদেম, তোমার সেবকদের প্রার্থনা শোন।

'রাব্বে ফাহ্‌ফাযনা'

'হে আমাদের রাব্ব্, আমাদিগকে তোমার হিফাজতে নেও। আমাদিগকে নষ্ট হওয়া হইতে রক্ষা কর। আমাদের 'আমল' (কর্ম) অন্যায়াচরণ, দুর্বলতা, দুর্ব্যবহার, দুর্নীতি, পাপ ও আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘনের দ্বারা যেন বিনষ্ট না হয়। স্বেচ্ছাচার, সীমা লঙ্গনকারী শক্তি গুলি যেন আমাদের উপর কার্যকরী আঘাত হানিতে না পারে। তোমার পেয়ারের পথ হইতে আমরা যেন বঞ্চিত না হই। স্ব স্ব সামর্থ্যানু-যায়ী আমাদের প্রত্যেকেই যেন তোমার পূর্ণাকার 'রবুবিয়ৎ' হইতে পুরাপুরি হিস্যা পাই। আমরা যেন আমাদের শক্তিমত্তা, যোগ্যতা পূর্ণ সীমায় পৌঁছাই এবং তোমার 'কুর্ব', তোমার নৈকট্যের মোকামগুলি হাসিল করি; আমরা এই নিশ্চিত প্রত্যয় বা একীনের উপর কায়েম থাকি যে, আমাদের প্রিয় রাব্ব্, (স্রষ্টা ও পালন কর্তা) على كل شيء حفيظ (আলা কুল্লে শাইইন হাফিজ) প্রত্যেক জিনিষের রক্ষক এবং তিনিই হিফাজতের প্রকৃত উৎস। হে আমাদের রাব্ব্, যে কেহ তোমার আঁচলের সঙ্গে সংযুক্ত না

থাকে, সে ধ্বংসের গর্ভে নিপতিত হয়। আজ্ঞানুবর্তিতায়ই যাবতীয় হিফাজত। তুমিই আকাশ সমূহ ও পৃথিবী এবং ইহাদের মধ্যে অবস্থিত সব বস্তুর হিফাজত হইতে কখনো ক্লান্ত হও না। তোমার জ্ঞান সর্ব-ব্যাপক এবং সকল বস্তুর হেফাজতের ক্ষমতা তোমাতে আছে।

'রাব্বে ফাহফাজনা'

হে আমাদের রাব্ব্, আমাদিগকে তোমার হেফাজতে নেও। আমাদিগকে বৃথা নষ্ট হওয়া হইতে রক্ষা কর। হে আমাদের রাব্ব্,

'ওয়ানসুর না'।

সব বস্তু তোমার খাদেম, তোমার সেবক। তুমি আমাদের 'মদদ' কর, সাহায্য কর। আমরা জানি, সেই কৃতকার্য হয়, যাহার সাহায্যার্থে তুমি দাঁড়াও। যদি তুমি আমাদের সাহায্যার্থে উপস্থিত না হও, তবে তোমাকে ছাড়িয়া কে আমাদের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইবে? সব আশ্রয় দুর্বল ও ভঙ্গুর। তোমারই আশ্রয়ের উপর নির্ভর ও ভরসা করা যায়। হে আমাদের প্রিয়! আমরা তোমারই উপর নির্ভর করি। আমাদিগকে শক্তি দাও, আমরা যেন ঐ দলভুক্ত থাকি, যাহাদের সম্বন্ধে স্বয়ং তুমি বলিয়াছ:

وان تنصروا الله ينصركم -

(سورة محمد : ايت ٨)

('যদি তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্য কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন'।

(সুরাহ্ মুহাম্মদ, ৮ আয়াত)

হে আমাদের রাব্ব্, তোমারই দেওয়া সামর্থ্যে তোমার নিরূপিত সীমার হেফাজত করিতে পারি এবং যে অঙ্গীকার, যে পণ এক মোমেন হিসাবে আমরা তোমার সঙ্গে করিয়াছি, উহা আমরা যেন পালন করিতে পারি। তোমার নির্দেশ পালন এবং নিষেধ হইতে বিরত থাকা, তোমার প্রদত্ত সামর্থ্য ছাড়া সম্ভবপর নয়। হে আমাদের রাব্ব্, সবই তোমার খাদেম, তোমার সেবক। আমাদিগকে তোমার সহায্যকারী (আনসার) হওয়ার সামর্থ্য দাও, যেন তোমার দৃষ্টিতে আমরা তোমার সাহায্য পাওয়ার যোগ্য হই। হে আমাদের রাব্ব্, আমাদের সাহায্যার্থে আইস। কারণ, যে তোমার সাহায্য প্রাপ্ত হয়, সে কখনো অকৃতকার্য হয় না।

'রাব্বানা আলাইকা তাওয়াক্কালনা'

[প্রভো, আমরা তোমার উপর নির্ভর করি]

হে আমাদের রাব্ব্, 'ওর্‌হামনা'— আমাদিগকে রহমত দ্বারা তোমার অনুগ্রহে অনুগৃহীত কর। হে আমামাদের রাব্ব্, আমাদিগকে তোমার অজ্ঞানুবর্তীতা ও রসুল করীম সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদর্শ পালনের তৌফিক দাও। কারণ যে তোমার নিকট হইতে এই সামর্থ্য, এই তৌফিক পায়, সে তোমার রহমতের যোগ্য হয়। তুমি বলিয়াছ:—

واطيعوا الله واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ٥ (ال عمران : ٢-٣)

[আল্লাহ্‌র আদেশ পালন কর এবং অজ্ঞানুবর্তীতা কর এই মহাসম্মানিত পূর্ণতম রসুলের, যেন তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়। —আলে-ইমরান, আয়াত ২৩২]

হে আমাদের রাব্ব্, তোমার মহান সীফাত, তোমার গুণাবলীর অনুবর্তীতা এবং তাক্‌ওয়ার (তোমাকে ঢালরূপে গ্রহণের) আমাদিগকে তৌফিক দাও। কারণ, কুরআনের অনুসারী মুত্তাকিই তোমার চোখে তোমার রহমতের যোগ্য। তুমি বলিয়াছ :—

فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ٥
(الانعام : ايت ١٥٧)

[ইহার আনুগত্যাধীন হও এবং তকওয়া অবলম্বন কর, যাহাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়। —আল্-আনয়াম : ১৫৬ আয়াত]

হে আমাদের রাব্ব্, আমাদিগকে এই দৃঢ়-প্রত্যয় দাও যে :

ان رحمة الله قريب من المحسنين -
(الاعراف-١٥٧)

["যাহারা অল্লাহ্‌কে দিব্য দৃষ্টিতে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার ইবাদত করে, আল্লাহ্‌র রহমত তাহাদের সন্নিকট।

—আল-আরাফ : ১৫৭ আয়াত]

ইমান এবং ইসলামের সব তাকিদ, সব শর্ত সমেত পুরা করিবার তৌফিক আমাদিগকে দাও এবং তোমার অনুগ্রহে অনুগৃহীত কর।

'রাব্বে কুল্ সাইইন খাদেমুকা —সব জিনিষ তোমার সেবক, তোমার খেদমত গোজার। হে আমাদের রাব্ব্, আমাদিগকে তোমার হেফাযতে গ্রহণ কর, আমাদের সাহায্যার্থ আইস। আমাদিগকে তোমার রহমত দ্বারা অনুগৃহীত কর।

সংক্ষেপে, এই যে দোওয়ার অর্থ আমি করিলাম, ইহাতে আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে বলেন যে, সত্যিকার তৌহিদ এবং আল্লাহ্‌তায়ালার সার্বিক রবুবিয়ৎ তথা প্রতি-পালন গুণ পুরাপুরি স্বীকার পূর্বক তাঁহার হুজুরে, তাঁহার সার্বিক রবুবিয়তের সম্মুখে প্রেমভরা খেদমত সহ নত হও এবং প্রার্থনা করিতে থাক। কারণ, সার্বিক রবুবিয়তের 'ফয়েজ' বা কল্যাণ সেই ব্যক্তিই লাভ করে, যে রাব্বে করীম, মহামহিমান্বিত পরম দাতা ও পালনকর্তার হেফাজতে আসে। সেই তাঁহার সাহায্য পায় এবং তাঁহার অনুগ্রহে অনুগৃহীত হয়। ইহা ছাড়া সম্ভবপর নহে।

বস্তুতঃ এই দোওয়ায় আল্লাহ্‌তায়ালা সাচ্চা তৌহিদ এবং সার্বিক রবুবিয়াতের প্রতি ইশারা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই দোওয়া কর : 'সেই যে তিনি, যিনি সার্বিক প্রতিপালন ও ক্রমোন্নত করিবার ক্ষমতা রাখেন, তিনিই সেই সত্বা যাঁহার অভিপ্রায়ে অন্য কেহ বাধা জন্মাইতে পারে না, সবাইকে তিনি সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। প্রত্যেকেই ঐ কাজ করিয়া যাইতেছে, যে কাজে তাহাকে আল্লাহ্ 'রাব্বে করীম' (মহিমান্বিত প্রভু)

নিয়োজিত করিয়াছেন! পৃথিবীতে যে জিনিষের প্রতি ইচ্ছা লক্ষ্য করিয়া দেখেন, যেমন সূর্য, চন্দ্র, নভোমণ্ডলের নক্ষত্র ও তারকা রাজি, বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, পল্লব, মনিমুক্তা, জওয়াহেরাত, ময়লার খনি, চূণের পাথর, বা ভূমির কণা এবং তন্মধ্যস্থিত পারমানিক শক্তি ইত্যাদি বস্তুতঃ প্রত্যেক জিনিষকেই আল্লাহ্‌তায়ালা সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন এবং আল্লাহ্‌তায়ালার এই নিয়োগে প্রত্যেকে সেই কাজই করে, যাহা তাহার স্রষ্টা, পালন কর্তা, ক্রমোন্নতি-দাতা প্রভু 'রবব্' ইরাদা করেন এবং যাহার ফয়সলা তিনি করেন। আল্লাহ্‌তায়লার এ সমস্ত সেবকগণের কোনটিও কোন মানুষের কোনই ক্ষতি সাধন, বা দুঃখ, বা কষ্ট প্রদান করিতে পারে না, যে পর্যন্ত না তাঁহার 'ইরাদা' দুঃখ দেওয়া, কষ্ট দেওয়া বা যাতনা যন্ত্রণায় নিক্ষেপ করা হয়। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন: প্রত্যেক জিনিষই মানুষের সেবার্থে সৃষ্ট ও নিয়োজিত এবং কার্যরত। এই সব পদার্থ, বস্তু, জিনিষ (ছোট হউক, বড় হউক) যাহাদের প্রকৃত তত্ব এক সীমা পর্যন্ত আমরা জানিয়াছি এবং তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, বা উহাদের মধ্যে নিহিত ঐসব শক্তি ও গুণাবলী, যাহা আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় নাই, সবই মানব সেবায় নিয়োজিত। সুতরাং, মুল সত্বা হইলেন শুধু আল্লাহ্। তিনি মানুষের ক্রমোন্নতি (রবুবিয়ত) চাহেন এবং আদেশও দিয়াছেন যে, তাঁহার সন্তুষ্টির বিরুদ্ধে কাহারো ক্রমোন্নতিতে (আত্মিক ও দৈহিক) তাঁহার সৃষ্ট কোন জিনিষ যেন বাধা না হয়। কিন্তু অনেক দুর্ভাগ্যা এমনও হয় যে, তাহারা নিজ কৃতকর্মের ফলে আল্লাহতায়ালাকে অসন্তুষ্ট করে এবং সেই প্রত্যেক জিনিষ যাহা আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের সেবার্থে নিয়োজিত করিয়াছেন, উহাই তাহার দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়, তাহাকে দুঃখ দেয়, তাহাকে জিন্দেগী ও হায়াত হইতে দূর করে, তাহাকে আলো (নূর) হইতে টানিয়া অন্ধকারে লইয়া যায়। খোদা-তায়ালার 'রিজা' বা সন্তুষ্টির উদ্যান সমূহে (জান্নাতে) প্রবেশ করিতে দেয় না। বরং শয়তানের পিছনে তাহাকে লাগায় এবং জাহান্নামের দিকে তাহার মুখ ঘুরাইয়া দেয়। দৈহিক দুঃখ-কষ্ট হউক, বা রূহানী দিক দিয়া ব্যর্থতা-অক্ষমতা—এই সবই আল্লাহ-তায়ালার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়, এবং তাঁহার জারী কৃত বিধান অনুসারেই হইয়া থাকে।

সুতরাং, আমাদিগকে আদেশ করা হইয়াছে, তোমাদের রবের দিকে নত হও, তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর: 'তোমার সার্বিক 'রবুবিয়ৎ' হইতে আমরা 'পুরা ফয়েজ' (সার্বিক কল্যাণ) লাভ করিতে পারি না, যে পর্যন্ত না তোমার সাহায্য, তোমার 'নুস্‌রৎ ও মদদ'—আমাদের সহায় হয়, যে পর্যন্ত না তুমি আমাদিগকে তোমার

রহমত দ্বারা তোমার অনুগ্রহে অনুগৃহীত কর।

'হেফাজত' অর্থ, নষ্ট হওয়া হইতে বাঁচান এবং আল্লাহ্‌যায়ালা কুরআন করীমে বলেন যে, প্রত্যেক জিনিষই নষ্ট হওয়া হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহতায়ালা করেন এবং তাঁহার সার্বিক রবুবিয়তকে মানষের জন্য পূর্ণতায় পৌছানোর জন্য তাঁহার আপন হেফাজতে গ্রহণ করেন। যে পর্যন্ত সে খোদাতায়ালার এই হেফাজতে না আসে, সে পর্যন্ত প্রতিক্ষণ তাহার বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। দৃষ্টান্ত স্থলে, যেমন আমাদের সাদকা খয়রাত আছে। যদি মানুষ আল্লাহ্‌-তায়ালার হেফাজতে থাকে, তবে 'মান্না-আজা' (منى اذى)—উপকার জীতানো ও কষ্ট দান হইতে রক্ষা পাইয়া 'সাদকা খয়রাতের' হেফাজত হয়। যে পর্যন্ত আমাদের নামাজ রিয়া (লোক দেখানো) হইতে পবিত্র না হয় ততক্ষণ উহার হেফাজত হইতে পারে না। যে পর্যন্ত মানুষ আল্লাহতায়ালার দিক হইতে এই তৌফিক (সামর্থ) লাভ না করে যে, সে রিয়া ও লোক দেখানো কাজ হইতে আত্ম-রক্ষা করে, ঐ পর্যন্ত জাহেরী ইবাদতগুলি (নামাজ, রোজা ইত্যাদি) আল্লাহ্‌-তায়ালার হেফজতে থাকে না।

বস্তুতঃ, আল্লাহ্‌তায়ালার সত্বাই সার্বিক রবুবিয়তের (সৃষ্টির পূর্ণ উন্নতির) জন্য এবং প্রত্যেক মানুষকে তাহার যোগ্যতা, ক্ষমতা (ইস্তে'দাদ) অনুহায়ী তাহার শীর্ষ শৃঙ্গে পৌঁছার জন্য তাঁহার হেফাজতে গ্রহণ করেন। যখন আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে তাঁহার হেফাজতে নেন, তখন তাহার পক্ষে ইহা সম্ভবপর হয় যে, সে তাহার দৈহিক ও আধ্যাত্মিক কামাল পর্যন্ত পৌঁছে, পূর্ণতা লাভ করে।

মানুষের হেফাজতের জন্য জরুরী যে, আল্লাহ্‌-তায়ালা তাহার সহায় হয়েন। এজন্য ফরমাইয়াছেনঃ তোমরা এই দোয়া কর যে, 'হে আমাদের 'রাব্ব্', তুমি আমাদিগকে তোমার হেফাজতে নেও (স্মরণ রাখিবে, আজ্ঞানুবর্তিতার মধ্যেই সব হেফাজত) এবং তোমার হেফাজতে সে ব্যক্তিই আসিতে পারে, যে তোমার 'মদদ-নুসরৎ', লাভ করে। কারণ তোমার সাহায্য ছাড়া এমন 'সামান' বা উপায় উপকরণ পয়দা হইতে পারে না যদ্দারা মানুষ হেফাজত লাভ করিতে পারে। এবং মানুষ আপন শক্তি দ্বারা তোমার সাহায্যই পাইতে পারে না। ইহার জন্য জরুরী, তুমি তাহার প্রতি রহমতের সহিত অবনত হও। তুমি তাহাকে তোমার রহমতে অপ্লুত কর।

বস্তুতঃ, এই দোয়ার মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে তৌহীদের পাঠ দিয়াছেন, এব তাঁর পরম রবুবিয়তেরদিকে আমাদিগকে মনো-যোগী করিয়াছেন যে, সব (সৃষ্ট) জিনিষই তখন অনিষ্টকর, যখন আল্লাহ্‌তায়ালার অনুমতি অনিষ্ট করার হয়। সব ইষ্টকর বস্তুর দ্বারা মানুষ শুধু তখনই উপকৃত হইতে পারে, যখন আল্লাহ্‌তায়ালা উহার অনুমতি দেন। এ জন্য খোদার নিকট দোয়া কর: হে আমাদের

রাব্ব্', যাবতীয় অনিষ্ট হইতে তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। আমাদিগকে ইষ্ট পেঁছাও। আমাদের সাহায্যার্থে উপস্থিত হও এবং আমাদিগকে অপার অনুগ্রহে অনুগৃহীত কর।

এই দোয়া হযরত মসিহে মাওউদ আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে 'ইলহাম' দ্বারা শিখানো হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন যে, ইহা 'ইস্‌মে আযম' (সার্বিক বৈশিষ্ট্যময় চিহ্ন — অনুবাদক)। কারণ, ইহাতে পূর্ণতম রবুবিয়ত ও সত্যিকার তৌহীদ বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহা স্বীকার করিবার পরে মানুষ দোয়ার দিকে মনোযোগী হয় এবং তিনটি বুনিয়াদি জিনিষ আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করে :—

(১) তাঁহার হেফাজত

(২) তাঁহার সাহায্য

(৩) তাঁহার রহমত, কৃপা।

যে ব্যক্তি তাহার রাব্বের রবুবিয়তের জ্ঞান (ইরফান) রাখে এবং সে একজন খাদেম ও আশেক, এই অনুভূতি ও চেতনাও (ইহসাক) তাহার থাকে, তাহার হৃদয়ে জন্মায় এক উদ্দীপনা, এক অগ্নি, যাহা এক সত্যিকার প্রেমিক ও আশেক, এবং আসক্তের হৃদয়ে থাকে। সে জানে যে, তাহার রবের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন ব্যতীত তাহার জীবন নিরর্থক। সে বুঝিতে পারে, তাহার জীবনের উদ্দেশ্য শুধু তখনই সে লাভ করিতে পারে, যখন আল্লাহতায়ালা তাহার সাথে তিন প্রকারের সদয় ব্যবহার করেন, তিন 'ইহ্‌সান' করেন। এক তো তিনি তাহার হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, দুই, সর্বদা তাহার সাহায্যার্থে প্রস্তুত থাকেন। তিন, সততঃ তাঁহার অপার রহমত দ্বারা অনুগৃহীত করেন।

সুতরা', ইহা একটি সর্বাঙ্গীন, কামেল দোয়া। ইহা আমাদিগকে শিক্ষা দেয় যে, কোনো অনিষ্ট, কোনো দুঃখ, কোনো কষ্ট আমাদের হইতে পারে না— মানুষের দিক্ হইতেও নয়, সৃষ্ট জীব ও বস্তু সমূহ হইতেও নয়—যে পর্যন্ত আল্লাহতায়ালার অনুমতি না হয়। আমরা কোনো উপকার লাভ করিতে পারি না, যে পর্যন্ত তাঁহার মরজি না হয়। হযরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস্ সালাম বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি উক্ত দোয়া পাঠ করিতে থাকিবে, সে সব আপদ, অকল্যাণ হইতে নিরাপদ থাকিবে। এজন্য আজ আমি এই দোয়ার অর্থ সংক্ষেপে বলিবার পর আমার বন্ধুগণকে এই নসিহত করিতে চাহি যে, তাঁহারা যেন বহুলরূপে এই দোয়া পাঠ করেন, যাহাতে তাঁহারা আল্লাহতায়ালার হেফাজতে আসেন, যাহাতে খোদা সর্বক্ষণ তাঁহাদের সাহায্যার্থে দাঁড়ানো থাকেন এবং তাঁহার রহমত তাঁহাদিগকে এরূপ বেষ্টন করে, যেরূপ আলোক ঐ জিনিষকে চারিদিক্ হইতে আবেষ্টন

করে, যাহার সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা এই ফয়সলা করেন যে, উহা যেন আলোকের ঘেরাও-এর মধ্যে আসিয়া পড়ে। সমুদ্রের তলদেশ যেমন পানি দ্বারা পরিপূর্ণ, তেমন যদি আল্লাহতায়ালার রহমত মানুষকে আবৃত করে এবং তাঁহার সাহায্য সে পায় এবং সে তাঁহার হেফাজতে আসিয়া পড়ে, তবে কোনো জিনিষ তাহার কোনো অনিষ্ট করিতে পারে না, কোন দুঃখ দিতে পারে না, কোনো মানুষ তাহাকে কষ্ট দিতে পারে না এবং তাঁহার সৃষ্টি সমূহের মধ্যে কোনো সৃষ্টি তাহার ক্ষতি করিতে পারে না। শুধু এই অবস্থায় মানুষ তাঁহার সৃষ্ট বস্তু ও জীব দ্বারা উপকৃত হইতে পারে, আরাম পাইতে পারে, এবং কেবল মাত্র এই অবস্থায়ই তাহার 'রবুবিয়ৎ' (ক্রমোন্নতি, পরিপোষণ) সার্বিক ও সর্বাঙ্গীন ভাবে হওয়া সম্ভবপর এবং সে তাহা হইতে পারে, যাহা খোদা তাহাকে করিতে চাহেন বা যাহার যোগ্যতা ও ক্ষমতা আল্লাহতায়ালা তাহাকে দিয়াছেন।

আল্লাহতারালা আমাদিগকে এ দোয়ার সঠিক অর্থ বুঝিবার এবং ইহাকে নিয়মিতরূপে পড়িবার তৌফিক দিন। খোদা করুন, এই দোয়া পাঠের পর সেই ফল ফলে, যাহা হযরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস্ সালাম ফরমাইয়াছেন এবং খালিস নিয়েৎ নিয়া এই দোয়া পাঠে যে ফল হওয়ার আছে— অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় আপদ হইতে নিরাপত্তা শয়তানের যে সব হামলা আমাদের উপর হয়, তাহা ব্যর্থ হওয়া এবং মানুষও যেন আমাদের উপকারার্থে কার্য করে এবং অন্য সব সৃষ্টিও আমাদের উপকারার্থে সেবা-রত বলিয়া প্রমাণিত ও দৃশ্যমান হয়। আল্লাহুম্মা আমীন!

['সাপ্তাহিক বদর,' কাদিয়ান (ভারত) হইতে ৬ই জুন ১৯৭৪ ইং প্রকাশিত]

অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

'ইসলামী ইবাদতের' দ্বিতীয় কিস্তি প্রকাশিত

আল্লাহর একত্ব বা তৌহীদ, ফিরিশ্‌তা, ঐশী-কিতাব, রিসালত ও নবুয়ত, আখেরাত বা পরকাল এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জরুরী বিষয় সম্বন্ধে তথ্য ও তত্ত্বমূলক আলোচনা এবং ধর্মীয় জ্ঞানের বিশেষ অধ্যায় সংযোজিত 'ইসলামী ইবাদত' পুস্তকের দ্বিতীয় কিস্তি প্রকাশিত হইয়াছে। আপনার কপি আজই সংগ্রহ করুন। মূল্য ৫.০০ টাকা মাত্র।

নাযেম ইশায়াত,
বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া,
৪নং বকশি বাজার রোড, ঢাকা।

লণ্ডনের একাদশ সালানা জলসায় প্রদত্ত
হযরত আমীরুল মুমেনীনের
উদ্বোধনী ভাষণ

'পঁচাশি বছর পূর্বের একটি নিঃসঙ্গ কণ্ঠের ডাক আজ পৃথিবীর দূরতম প্রান্তেও প্রতিধ্বনিত হইতেছে।'—খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)

সম্প্রতি, লণ্ডনে যুক্তরাজ্যের জামাত সমুহের সালনা জলসা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যুক্তরাজ্যের জামাতগুলির এই একাদশ তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গত আগষ্ট মাসের ২৪ ও ২৫ তারিখে। ২৪ তারিখে হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) একটি হৃদয়গ্রাহী ভাষণ ও সম্মিলিত দোয়ার মাধ্যমে জলসার উদ্বোধনী ঘোষণা করেন।

হুজুর আকদাস (আইঃ) তাঁর মহামূল্য ভাষণে সম্মিলিত জনতার দৃষ্টি একটি সত্যের দিকে আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, ঐশী ভবিষ্যৎ বানী মোতাবেক বিগত ৮৫ বছর ধরিয়া একটি আধ্যাত্মিক বিপ্লব ধীরে ধীরে দানা বাঁধিতেছে। তিনি দ্ব্যার্থহীন ভাবে বলেন, পঁচাশি বছর পূর্বে ঐশী আদেশে হযরত রসুলে করীম (সাঃ) এর ভবিষ্যৎবাণী সমূহ মোতাবেক মৃত আত্মাগুলিতে পুনরায় জীবন সঞ্চারের জন্য এবং ঘুমন্ত আত্মাগুলিকে জাগরিত করার জন্য যে একটি সিঃসঙ্গ কণ্ঠ ডাক দিয়াছিল, আজ তাহা পৃথিবীর দূরতম প্রান্তসমূহে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সুস্বভাব সম্পন্ন মানুষেরা সেই ডাকে ক্রমাগতভাবে সাড়া দিয়া চলিয়াছে, এবং ক্রমন্বয়ে (খোদতায়ালার তৌহিদের নিকটবর্তী হইতেছে ও মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুওতে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে। এই যে, সম্মেলন যাহা গ্রেট বৃটেনে অনুষ্ঠিত হইতেছে—তাহাতে যুক্তরাজ্যের বাশিন্দারা ছাড়াও যোগদান করিয়াছেন ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী, ডেনমার্ক, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র, সিয়েরালিওন, গাম্বিয়া ও নাইজেরিয়ার প্রতিনিধিগণ—তাহা যে কেবল এই মহান আধ্যাত্মিক বিপ্লবের সত্যতার সপক্ষে একটি ইমান বর্ধক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, শুধু তাহাই নহে, তাহা সেই সঙ্গে এই ইংগিতও বহণ করিতেছে যে, এই বিপ্লব, পরিশেষে একদিন সমগ্র ভূমণ্ডলকেই ছাইয়া ফেলিবে। আল্লাহ্তায়ালার যে বান্দা ৮৫ বছর পূর্বে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এবং তার রসুল (সাঃ) এর দিকে মানবজাতিকে আহ্বান করার জন্য ঐশী নির্দেশ লাভ করিয়াছিলেন এবং যে সময়ে তিনি ছিলেন একা এবং সারা দুনিয়ার তীব্র বিরোধিতার

মোকবেলায় নিঃসঙ্গ, তিনি আজ—ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আর একা নহেন। সকল প্রকারের বিরোধিতা সত্বেও প্রতিটি জাতি এবং প্রতিটি গোত্র-বর্ণের লোকেরা আজ পবিত্র রসুল করীম (সাঃ) এর সেই মহান আধ্যাত্মিক পুত্রের ডাকে সারা দিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও সারা দিয়াই চলিতে থাকিবে। সমগ্র পৃথিবী বার বার প্রত্যক্ষ করিয়াছে "দুষমনরা ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে এবং আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে"—(আল কুরআন ৫৪-৪৬)—এবং ভবিষ্যতেও প্রত্যক্ষ করিতে থাকিবে।

ঐশী কমাণ্ডের অধীনে উত্থিত এই বিপ্লব বিনয়, উন্নত নৈতিক গুণাবলী এবং প্রর্থনার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া আসিতেছে এবং এই গুরুত্ব আরোপের আওতাতেই ইহা বিস্তার লাভ করিবে। তিনি (আইঃ) এই আন্দোলনের সদস্যগণকে তাকাদা দিয়া বলেন যে, তাহারা যেন কখনই এই সকল গুণাবলীর ক্ষেত্রে এবং প্রার্থনা-ইবাদতে শৈথিল্য প্রদর্শন না করে। তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়া বলেন যে, ব্যাপক আকারে ক্রমাগত ভাবে কাতর নিবেদিত প্রাণে এবং বিগলিত চিত্তে প্রর্থনা করিয়া যাইতে হইবে যেন এই অধ্যাত্মিক বিপ্লব সারা জগতেই বিস্তার লাভ করিতে পারে এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিপন্ন করিতে পারে।

লণ্ডন জলসায় হুজুর (আইঃ)-এর সমাপ্তি ভাষণ

জলসার দ্বিতীয় দিবসে—২৫ শে আগষ্ট, ১৯৭৫—বৈকালিক অধিবেশনে হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) দেড় ঘন্টাধিক কাল ধরে এক সমাপ্তি ভাষণ দান করেন।

এই আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞাময় ভাষণে হুজুর আকদাস (আইঃ) যুক্তরাজ্যের জামাতে আহমদীয়ার সদস্যগণের সততা, আনুগত্য এবং কোরবানীর প্রশংসা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি, 'মুসরৎ জাহাঁ পরিকল্পনার' আওতায় যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হইতেছে তাহার বর্ণনা দান করেন এবং তজ্জনিত লব্ধ আনন্দপূর্ণ সুফল সমূহেরও উল্লেখ করেন। তিনি তাঁর ইমান সঞ্চারি বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা শত সহস্র ধারায় তাঁহার ভালবাসার প্রকাশে আমাদের প্রতিটি দিনকে ক্রমবর্ধমান এলাহী ঐশ্বর্যে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছেন এবং তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা প্রকাশের সুযোগ ও শক্তি দান করিয়া আমাদের প্রত্যেকটি রাত্রিকে 'লাইলাতুল কদরের' সম্মানে ভূষিত করিতেছেন।

হুজুর (আইঃ) উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, আফ্রিকায়

'মুসরৎ জাহাঁ। লীপ ফরওয়ার্ড' পরিকল্পনার অধীনে ইতিমধ্যেই বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন সম্ভব হইয়াছে। এই পরিকল্পনার আওতায় ইতিমধ্যেই যে সকল হাসপাতাল, ক্লিনিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে তাহার ফলে আফ্রিকাতে এক বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি আহমদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলী পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে গৃহিত কতকগুলি প্রোজেক্টেরও ব্যাখ্যা দান করেন, যে গুলির ইসলামের ক্রমবর্ধমান প্রকারের কার্যক্রমের সঙ্গে এবং মানবজাতির সংশোধনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তিনি আহমদীয়া আন্দোলনের সকল সদস্যকে এই নির্দেশী-নসিহত দান করেন যে, তাঁহারা যেন দিন রাত সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার দরবারে অবিচলভাবে প্রশংসাপূর্ণ বিগলিত চিত্তে আত্মসমর্পিত হইয়া কাতর প্রার্থনায় রত থাকেন এবং রহমানুর রহীম খোদাতায়ালার সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রেম ও নিষ্ঠাপূর্ণ একাগ্রতার সৃষ্টি করেন।

হুজুর আকদাস (আইঃ) যখন তাঁর মহিমান্বিত ভাষণ দান করিতেছিলেন, তখন সভাস্থলে পূর্ণ নিঃস্তব্ধতার এক অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হইয়াছিল। একাগ্রচিত্তে শ্রোতৃবর্গ তাঁর ভাষণ শ্রবণে যেমন বিমুগ্ধ হইয়াছেন তেমনি তাঁহাদের হৃদয়ের গভীর তম প্রদেশে এক অসাধারণ রুহানী প্রভাবেরও সৃষ্টি হইয়াছে। গভীর আনন্দে উৎফুল্ল জনতা মুহুর্মুহু শ্লোগানের মাধ্যমে খোদাতায়ালার মহিমা ঘোষনা করিতেছিল—এবং তাঁহার আশীষ ও মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছিল। লণ্ডনের এই জলসা-গাহ্ সেদিন যেন রবওয়ার সালানা জলসার প্রতিবিম্বরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সকলেই যেন আল্লাহতায়ালার রহমতের বারিধারার নিষিক্ত হইতেছিল এবং সকলের হৃদয় মন নির্মল আনন্দ তরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল। (আহমদীয়া বুলেটিন, লণ্ডন)

হযরত আমীরুল মু'মেনীন (আইঃ)-এর ইউরোপ সফর

হুজুরের রবওয়া প্রত্যাগমন

হযরত আমীরুল মোমেনীন মির্যা নাসের আহমদ খলীফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) প্রায় আড়াই মাস কাল ইউরোপ সফর শেষে রবওয়ায় (পাকিস্তান) প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ২৬ শে অক্টোবর (১৯৭৫) রবিবার হুজুর (আইঃ) রবওয়া প্রত্যাবর্তন করেন। প্রধানতঃ চিকিৎসার উদ্দেশ্যেই হুজুর আকদাস (আইঃ) ৬ই আগষ্ট তারিখে লণ্ডন পৌঁছেন। কিছুটা সুস্থতা ফিরিয়া আসিলে তিনি পূর্ব ইউরোপের স্কান্দেনেভিয়ান দেশসমূহ সফর করেন। এই মোবারক সফরে হুজুরের সঙ্গে ছিলেন হযরত বেগম সাহেবা (সাল্লামাহ), মির্যা মজিদ আহমদ, মির্যা মুনওয়ার আবমদ ও তাঁর বিবি, জনাব শহীদ আমহদ পাশা, জনাব মাসদ আহমদ দেহলভী সম্পাদক দৈনিক আল-ফজল।

লণ্ডনে ঈদ-উদযাপন

৭ই অক্টোবর তারিখে হুজুর লণ্ডনে যুক্তরাজ্যের জামাতসমূহের সহিত ঈদ-উল

ফিতর উদ্‌যাপন করেন। হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর কোন খলিফার বহির্দেশে ঈদ উদযাপন ইহাই প্রথম। পৃথিবীর সকল দেশের সকল আহমদীগণকে 'ঈদ মুবারক' জানাইয়া হুজুর (আইঃ) তাঁর খোৎবায় বলেন: দুনিয়ার যে-স্থানেই থাকি না কেন, আমরা মনে করি যে, আমরা আমাদের স্বগৃহেই ঈদ উৎসব পালনকরিতেছি। এই অনুভূতি আমাদের হৃদয়ে এজন্যই সৃষ্টি হয় যে দুনিয়াময় আমাদের আন্দোলনে অসংখ্য মিশান ও জামাত ছড়াইয়া আছে।

তিনি বলেন, এই যুগ সন্দেহাতীতরূপে ইসলামের বিজয়ের যুগ। এই যুগে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কথা মত আমরা অবশ্যই সুখী ও আনন্দিত হইব। বস্তুতঃ আমরা দেখিতেও পাইতেছি যে, প্রতিটি দিনই আমাদের জন্য খুশী ও আনন্দ বহন করিয়া আনিতেছে। ইহা খোদায়ী সৌন্দর্যের মহিমা যে, প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্বেও প্রতিটি দিন ইসলামের উপরে এমন সুপ্রভাত লইয়া উদ্ভাসিত হয় যে, ইহা অন্য সকল মিথ্যা ধর্মের মোকাবেলায় অধিকতর ভাবে শক্তিশালী ও নিরাপদ হইয়া উঠে। ইসলাম তার চূড়ান্ত বিজয় পথে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ক্রমাগত আগাইয়া চলিতেছে—এজন্য আমাদের আনন্দ এবং আমাদের খুশীও ক্রমাগত এবং অবিচ্ছিন্ন।

হুজুর বলেন, ইসলামের খেদমতের যে সুযোগ আহমদীদের খোদাতায়ালা দান করিয়াছেন, তা' আহমদীদের জন্য খোদার এক অনন্য নেয়ামত। কেননা, খোদা ইসলামের বিজয়ের জন্য আমাদেরকেই নির্বাচিত করিয়াছেন, পছন্দ করিয়াছেন। এবং আমাদেরকেই প্রেরণ করিয়াছেন মানবতার মঙ্গল সধনের জন্য। মানবজাতির ধ্বংস সাধনের জন্য নহে, মানবজাতির পুনরুত্থানের নিমিত্তই আমাদেরকে বাছাই করা হইয়াছে। এই গুরুদায়িত্ব আমাদের স্কন্ধেই ন্যস্ত করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুল মুহাম্মদ (সাঃ আঃ সাঃ)-এর জন্য মানবহৃদয় প্রেম ও সহানুভূতির দ্বারা জয় করিয়া তাহার মধ্যে এক নতুন জীবনের সঞ্চার করিতে হইবে। বস্তুতঃ এই মহান কাজ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ও নির্দেশে ফেরেস্তাগণের দ্বারাই সম্পাদিত হইতেছে। ফেরেস্তাগণের সাধনার সঙ্গে যখন সমান্য কিছু মানবীয় প্রচেষ্টা সংযুক্ত হয়, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা তামাম পুরস্কার শুধু মানুষকেই দান করেন।

হুজুর বলেন, ইসলামের বিজয় অভিযানে আমরা যদি নিরবিচ্ছিন্নভাবে ঐশী আশীষ লাভ করিতে চাই তবে আমাদিগকে হযরত নবী আকরাম (সাঃ) এর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর ন্যায় কোরবানী করিয়া যাইতে হইবে। আমাদের বাচ্চারা এবং আমাদের নওজোয়ানরা যদি একথা উপলব্ধি করে, সেই মত কাজ করিতে পারে—তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই খোদাতায়ালার সীমাহীন ভালবাসার অংশীদার হইবে।

তিনি যুক্তরাজ্যের বসবাসকারী আহমদীদের লক্ষ্য করিয়া বলেন,—গোটবর্গের মসজিদের ভিত্তি স্থাপন তাহাদের জন্য দ্বিগুণ খুশীর কারণ হইয়াছে। হুজুর দোওয়ার মাধ্যমে তাঁর খোতবা শেষ করেন—এবং উপস্থিত সকলকেই তাঁর সঙ্গে কোলাকোলির ও ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের সুযোগ দান করেন।

হযরত আকদাস খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) কর্তৃক আহমদীয়া শত বার্ষিকী জুবিলী পরিকল্পনাধীন সুইডেনের গোটবর্গে প্রথম আহমদীয়া মসজিদের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন।

হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) বিগত ২৭ শে সেপ্টেম্বর ১১—১৫ মিঃ ঘটিকায় সুইডেনের গোটবর্গে দোয়ার মাধ্যমে আহ্মদীয়া মুসলিম মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। আলহামদুলিল্লাহ্। ইহা আহ্মদীয়া শত বার্ষিকী জুবিলী পরিকল্পনার অধীন প্রথম নির্মীয়মান মসজিদ।

হুজুর আকদাস (আইঃ) ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করার পর হযরত বেগম সাহেবা এবং ইউরোপীয় দেশ সমূহের সকল মোবাল্লেগ উক্ত কার্যে অংশ গ্রহন করেন। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে স্কেণ্ডেনেভিয়ার স্থানীয় আহ্মদীগণ সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে আগত বহু সংখ্যক আহ্মদীও অংশ গ্রহন করেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রেস প্রতিনিধীগণও উপস্থিত ছিলেন।

গোটবর্গ-মসজিদের ভিত্তি স্থাপন

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) তাঁর সঙ্গীদের সহ গোটবর্গ-সুইডেনের উদ্দেশ্যে লণ্ডন ত্যাগ করেন ২৫ শে সেপ্টেম্বর। এবারে ইমাম বি, এ, রফিক এবং জনাব সায়ীদ যসওয়ালও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। লণ্ডন মিশন হাউস হইতে এরোড্রাম যাওয়ার পথে গাড়ীর টায়ার ফাটিয়া যাওয়ায় কিছুক্ষণ রাস্তায় দেরী হয়; কিন্তু হার্বিচে পৌঁছিয়া দেখা যায় যে সেখানে কোন অজ্ঞাত করেণ গাড়ী পারাপারের ফেরীও একঘণ্টা দেরী করিয়াছে।

পরদিন ডেনমার্কের এসবর্গে আহ্মদী ভ্রাতা আল-হাজ মুহ্ মিঃ স্ভেণ্ড হ্যামসেন (Svend. Hevsen) ও জনাব মুবাশশির আহমদ তাঁহাদের দলে যোগ দেন। সেখান থেকে তাঁরা সবাই ফ্রেডারিক্সহনে পৌঁছিয়া কোপেন-হেগেনের ইমাম জনাব কামাল ইউসুফ এবং যুগশ্লাভিয়া হইতে দুইজন মোখলেস আহমদী জনাব শোয়াইব মুসা এবং জনাব ইজ্জত ওলিবিচের সঙ্গে মোলাকাত করেন। হ্যানস্লোর জনাব লতিফ খান সাহেব, জনাব রশীদ আহমদ সাহেব এবং লণ্ডনের মৌলবী আবদুল করীম সাহেবও সেখানে ছিলেন।

সফরের শেষ পাদে হুজুর আকদাস (আইঃ) তাঁর সঙ্গীদের সহ ফ্রেডারিক্সহন হইতে রাত্রিকালে জাহাজ যোগে গোটবর্গে পৌঁছেন। হুজুরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য ইতিপূর্বেই গোটবার্গে যে সকল মিশনারী উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা হইলেন—জনাব মুনিরুদ্দীন আহমদ (সুইডেন) জনাব সৈয়দ মীর সামুদ আহমদ (সুইজারল্যাণ্ড) জনাব ফজল ইলাহী আনওয়ারী ও হায়দার আলী জাফর (পশ্চিম জার্মানী) জনাব করম এলাহী জাফর (স্পেন) এবং ডঃ জিয়াউদ্দীন (মেডিকেল মিশনারী—নাইজেরিয়া)।

ঐ দিন অর্থাৎ ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ সকাল ১১ টায় হুজুর আকদাস (আইঃ) তাঁর মোবারক হাতে গোটবর্গের (সুইডেন) মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

সুইডেনের গোটবার্গ মসজিদটি অহমদীয়া শতবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতাভুক্ত। অনুরূপ ভাবে ১৯৭৮ সালে নরওয়েতে আর একটি মসজিদ নির্মিত হইবে। ইউরোপের অন্যান্য জমাতগুলির সঙ্গে যুক্তরাজ্যের জমাতগুলিও এই সকল মসজিদের নির্মানের ব্যয়ভার বহন করিতেছেন।

বয়াত গ্রহণ

১৪ জন যুগশ্লাভিয়ান, (৬ জন পুরুষ, ৮ জন মহিলা) হুজুর আকদাস (আইঃ) এর হাতে বয়াত করিয়া আহমদীয়া সেলসেলায় দাখিল হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন। আলহামদুলিল্লাহ্!

সাক্ষাৎকার

হুজুর (আইঃ) এর সঙ্গে ইউরোপ আমেরিকার বহু সাক্ষাৎকারি মোলাকাত করেন। আমাদের চট্টগ্রাম জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম আহমদ খানও হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও সফরের সৌভাগ্য লাভ করেন। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ মরিশাসের জনাব এ, ওয়াই, তুন্ন, সাহেবও হুজুরের সঙ্গে ছিলেন। তিনি ফ্রান্স ভাষায় কুরআন প্রকাশের কাজে লণ্ডনেই আছেন। (আহ্‌মদীয়া বুলেটিন, লণ্ডন)

সংকলন: শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

একটি শুভ সংবাদ

একটি পাক সওগাত

ঈদের পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে

হযরত মসীহ ও মাহদী (আঃ)-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

"ইসলামী উসুল কি ফিলাসফীর" সচ্ছন্দ বঙ্গানুবাদ

"ইসলামী নীতি-দর্শন"

বহু ভাষায় অনুদিত এবং বহুল পঠিত ও প্রশংসিত

'পবিত্র কালাম কুরআন শরীফের সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ তফসীর'

১৮৯৬ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত আন্তঃধর্ম সম্মেলনে সর্ব সম্মতিক্রমে শ্রেষ্ঠতম হিসাবে ঘোষিত এই গ্রন্থখানির এক বা একাধিক কপি অবিলম্বে সংগ্রহ করুন। মূল্য ৬·০০ (ছয় টাকা) মাত্র।

০ পূর্বে প্রকাশিত প্রথম কিস্তি, যাঁহারা কিনিয়াছেন তাঁহারা ইচ্ছা করিলে শুধু বাকী অর্ধাংশ খরিদ করিতে পারিবেন; উহার মূল্য ৩·৫০ টাকা।

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার পঞ্চম কেন্দ্রীয় ইজতেমা সুসম্পন্ন

পরম করুনাময় আল্লাহতায়ালার অশেষ অনুগ্রহে তিন দিবস ব্যাপী বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার পঞ্চম কেন্দ্রীয় ইজতেমা গত ২৪ শে অক্টোবর রোজ শুক্রবার সকাল ৯ ঘটিকায় দারুত তবলীগ মসজিদে আরম্ভ হয়। এই ইজতেমায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ২০টি মজলিস হইতে প্রায় ২০০ আতফালও খোদ্দাম প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এই মহান ইজতেমার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার আমীর মোহতরম জনাব মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব। তিনি তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণে এই ইজতেমার সাফল্য সফলতা কমনা করেন এবং উপস্থিতির সংখ্যা যাহাতে আরও বৃদ্ধি পায় সেইজন্য প্রচেষ্টা চালাইবার জন্য কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান। নায়েব সদর জনাব খলিলুর রহমান সাহেব তাঁহার অভ্যর্থনা ভাষণে সকল প্রতিনিধি বৃন্দকে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করেন। এখানে নানা রকম অসুবিধাকে পিছনে ফেলিয়া যাহাতে তাঁহারা এই ইজতেমায় সকল দিক হইতে পূর্ণ ফারদা হাসেল করিতে পারেন তজ্জন্য প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাইবার জন্য তিনি উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানান। বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার মোতামেদ জনাব মোজাম্মেল হক সাহেব উপস্থিত সকলকে মোবারকবাদ জানান এবং বাংলাদেশ মজলিসের বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি মজলিসের প্রত্যেক সদস্যকে সুন্দর ও সুষ্ঠ ভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আরও কর্ম-তৎপর হওয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। বিভিন্ন মজলিসের কর্মকর্তাগণ তাঁহাদের বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন এবং মজলিসের কার্যাবলীর পর্যালোচনা করেন।

এই ইজতেমার কর্মসূচী উদ্বোধনী ও সমাপ্তি অধিবেশন ব্যতিরেকে ৭টি অধিবেশনে বিভক্ত ছিল। বিস্তারিত কার্যক্রমের মধ্যে বা জামাত নামায, তাহাজ্জুদ, দরসে কোরআন, দরসে হাদীস, দরসে মালফুজাত, দ্বীনি মা'লুমাতের ক্লাস, তরবীয়তি বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তরের আলোচনা সভা, তবলীগি মসলা মাসায়েলের ক্লাস, কোরআন তেলাওয়াতের প্রতিযোগিতা, নযম প্রতিযোগিতা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন খেলাধূলা উল্লেখ-যোগ্য। এবারকার ইজতেমার দুইটি বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রতিনিধি বৃন্দকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রত্যহ আলীম ক্লাশের ব্যবস্থা করা হয়। মৌলবী আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী, মৌলবী এ, কে, মুহিববুল্লাহ, সদর মুরব্বী, জনাব শাহ মুস্তফিজুর রহমান এবং জনাব ওবায়দুর রহমান ভুঞা সাহেব উপরোক্ত ক্লাশগুলি পরিচালনা করেন। আল্লাহতায়ালা তাঁহাদিগকে জামায়ে খায়ের দান করুন। পঞ্চম অধিবেশনে একটি

সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই মজলিসে ঢাকা মজলিসের খোদ্দাম সর্ব জনাব আবদুস সাত্তার, হামিদুর রহমান ও মনসুর আহমদ খান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর 'ইসলামী নীতি দর্শন' (ইসলনী উসুল কি ফিলসফি-এর বঙ্গানুবাদ) এবং তবলীগে হক নামক পুস্তকদ্বয়ের লিখিত সমীক্ষা পেশ করেন। ইহার পর উপস্থিত খোদ্দাম ঐ সমীক্ষার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন। এই ধরনের সেমিনার খোদ্দামের ইজতেমায় প্রথম হইলেও উহা খোদাতায়ালার অশেষ ফজলে বিশেষ সফলতা অর্জন করিয়াছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এই ইজতেমায় উপস্থিত প্রতিনিধি বৃন্দের উদ্দেশ্যে যাঁহারা তালীম ও তরীয়তি বক্তৃতা প্রদান করেন তাঁহারা হইলেন: মোহতরম জনাব আমীর সাহেব, বংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, জনাব ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী, নায়েব আমীর, রাঃ আঃ, আঃ, জনাব মকবুল আহমদ খান, আমীর ঢাকা অঃ আঃ, মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী, মৌঃ এ, কে, মুহিবুবল্লাহ, সদর মুরুব্বী, জনাব শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, জনাব এস, এ, নিজামী, জনাব ওবায়দুর রহমান ভুঞা, জনাব আমীর হোসেন, জনাব নূরুদ্দীন আহমদ এবং জনাব মোঃ খলিলুর রহমান। আতফালের ক্লাশ পরিচালনা করেন জনাব শহিদুর রহমান সাহেব এবং তাহাকে সহযোগিতা করেন জনাব নূরুদ্দীন সাহেব। জনাব নূরুদ্দীন সাহেব আতফালের খলাধুলাও পরিচালনা করেন।

অষ্টম অধিবেশনে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী খোদ্দাম ও আতফালের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন মোহতরম জনাব আমীর সাহেব, বাঃ আঃ আঃ। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিয়া যে সমস্ত মজলিস পুরস্কার লাভ করে সেইগুলি মজলিসের নাম এবং প্রাপ্ত পুরস্কারের সংখ্যা হইল: চট্টগ্রাম—২১টি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া—১৯টি, ঢাকা ১৮টি, নারানগঞ্জ -১১টি, কুমিল্লা-৫টি, ময়মনসিংহ-৩টি, সুন্দরবন -৩টি, জামালপুর (সিলেট)—২টি তেজগাঁ-২টি, চরদুখিয়া ১টি এবং হেলেঞ্চাকুড়ি ১টি।

১৯৭৪-৭৫ সনের বাজেটকৃত পূর্ণ চাঁদা আদায় করিবার জন্য ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, সুন্দরবন এবং হেলেঞ্চা-কুড়ি মজলিস 'সনদে ইমতিয়াজ' (বিশেষ প্রশংসা পত্র) লাভ করে। বৎসরে উত্তম কার্যক্রমের দিক হইতে সুন্দরবন মজলিস প্রথম, চট্টগ্রাম ও নারায়গঞ্জ মজলিস দ্বিতীয় এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিস তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় ২৬শে অক্টোবর রোজ রবিবার মাগরেবের নামাযের পরে। জনাব নায়েব সদর সাহেব তাঁহার সমাপ্তি ভাষণে প্রতিনিধি বৃন্দকে আবার নতুন উদ্যমে কাজ করিয়া যাইবার জন্য আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, এই কয়দিনে তাঁহারা সামান্য যাহা কিছু শিক্ষালাভ করিয়াছেন স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করিয়া উহা সম্বন্ধে আরও ব্যাপকভাবে পড়াশুনা করিলে তাঁহারা আহ্‌মদীয়তের সঠিক শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন। ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব নাজমুল হক সাহেব তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে এই মহান ইজতেমাকে পূর্ণ সফলতা দান করিবার জন্য যাঁহারা যে কোন দিক হইতে সাহায্য ও সহযোগীতার হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে মোবারকবাদ জানান। সর্বশেষে মোহতরম জনাব আমীর সাহেব তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন এবং দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। জনাব আমীর সাহেব তাঁহার ভাষণে খোদ্দামকে জমায়াতের মেরুদণ্ড বলিয়া আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, মেরুদণ্ড যদি কোন কারণে অসুস্থ হইয়া পড়ে, তবে সমস্ত শরীর বিকল হইবার উপক্রম হয়। তদনুরূপ খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে বা নিজ কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন করিলে গোটা জমায়াত ধ্বংসম্মুখ হইবার উপক্রম হইবে। তিনি ঢাকার খোদ্দামকে সারা বাংলাদেশের খোদ্দামের মেরুদণ্ড বলিয়াও অভিহিত করেন। প্রশ্নোত্তরের আলোচনায় প্রশ্নের ধরণ দেখিয়া জনাব আমীর সাহেব দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, জমায়াতের পুস্তকাবলী এবং পত্র পত্রিকা সঠিকভাবে বা গুরুত্বসহকারে না পড়িবার কারণেই খোদ্দাম এই ধরণের নিম্নমানের প্রশ্ন পেশ করিতে পারিয়াছে। তিনি খোদ্দামকে জমায়াতের পুস্তাকাবলী এবং পত্র পত্রিকা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবার জন্য উপদেশ দেন।

বিগত ঈদ-উল-ফিৎর উপলক্ষে লণ্ডন হইতে হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আই:) মহতরম আমীর সাহেবের নামে এক তার-বার্ত্তার মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল আহ্‌মদী ভ্রাতাকে "ঈদ-মোবারক" জানাইয়া সকলের জন্য মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করিয়াছেন। উক্ত তার-বার্ত্তা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :

"Eid Mubarak to you all. May Allah bless you all."

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন:

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং ভদ্রতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিঁড়িয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"—

(অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ)।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.